গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৮
www.lawjusticediv.gov.bd

নং- ১০.০০.০০০০.১৩২.২৪.০০৬.১২(অংশ)-৩৬৬

তারিখঃ ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড প্রসঙ্গে।

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১০/২১

(মোঃ একরামুল হক শামীম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১৫২২২ (অ:)
ই-মেইল: section8.justice@gmail.com

কার্যার্থে:
১। প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

জ্ঞাতার্থেঃ
১। যুগ্মসচিব (মতামত), আইন ও বিচার বিভাগ।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্য প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মুখ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার; নিবন্ধন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মূল কর্মকাণ্ডসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সমাপ্ত কার্যাবলি এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া সরকার পক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপিল দায়ের এবং সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত-সংক্রান্ত কার্যাবলি, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের নেতৃত্বে আইন ও বিচার বিভাগ দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার চালু রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে পরাহত করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের হয়েছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমান আইনি সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যের এটি একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫-৯
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	১০
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	১১
৩.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	১১
৩.২	আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	১১
৩.৩	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহ	১১
৪.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি	১১-১৩
৫.	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	১৩
৫.১	প্রশাসন-১ অনুবিভাগের কার্যাবলি	১৩-২১
	(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	১৩
	(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন	১৩
	(গ) অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত গঠন ও পদ সৃজন	১৪
	(ঘ) নিয়োগ ও পদোন্নতি	১৪
	(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম	১৪-১৫
	(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৫-১৬
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	
	(ছ) ছুটি ও অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর	১৬
	(জ) অভিযোগ ও তদন্ত	১৭
	(ঝ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	১৭-২০
৫.২	বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি	২১-২২
	(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণ	২১
	(খ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	২১
	(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	২২
৫.৩	প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি	২২-৩৩
	(ক) চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৫-২৯
	(খ) নিবন্ধন অধিদপ্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি	২৯-৩১
	(গ) নোটারি পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি	৩১
	(ঘ) নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি	৩২
	(ঙ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	৩২-৩৩

৫.৪	মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩৩-৩৪
৫.৫	সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলি	৩৫-৪১
৫.৬	সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি	৪১-৫৭
	(ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৪১-৪৩
	(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৪৪-৪৮
	(গ) শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	৪৯-৫২
	(ঘ)আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	৫৩-৫৭
৫.৭	আইসিটি সেল	৫৮-৬০
৬.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচি	৬১-৬৪
৭.	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম	৬৫-৬৬
	আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য	৬৭-৮৩
৮.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	৬৮-৬৯
৯.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	৭০-৭২
১০.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৭৩-৭৪
১১.	মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার	৭৫
১২.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৭৬-৭৯
১৩.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	৮০-৮২
১৪.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	৮৩
১৫.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়	৮৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলি এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলোঃ (ক) দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা; (খ) বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদ সৃজন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (গ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র এবং অসচ্ছল বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান; (ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচারিক সেবা সুনিশ্চিত করা; (ঙ) এ বিভাগের আইসিটি সেলের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন করা; (চ) মতামত অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি সংস্থা-কে আইনগত মতামত প্রদান এবং (ছ) সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার-পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি আইন-কর্মকর্তা নিয়োগ।

৩। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ যৌথভাবে একটি উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করে বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আইন ও বিচার বিভাগ হতে সুনির্দিষ্টভাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কিছু বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান দুটি বিষয় হচ্ছে- (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলার উপর আইন-আদালতভিত্তিক তথ্যনির্ভর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং (খ) আইনাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ ভূমিকার বিষয়ে বছরব্যাপী বিভিন্ন সেমিনার ও সভার আয়োজন করা।

৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ১১ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ তারিখে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলায় ১টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সৃজন করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজগণের কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য ২টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের ৭৩টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। বরিশাল, গাজীপুর ও রংপুরে মহানগর দায়রা জজ আদালত সৃজন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের ১৫৯টি নতুন পদ, ১৩টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং চকোরিয়া ও শিবচরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে সহকারী জজ নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ী করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০০টি জন সহকারী জজ এর শূন্য পদে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ১৩শ বিজেএস এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

৬। আদালতের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন শেষে বিচারিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২টি জেলায় ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৪২টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থান সংকুলান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয় প্রতিনিয়ত প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করছেন।

৭। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন-এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এ অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৮। সলিসিটর অনুবিভাগ এ বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকার-পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯। বাংলাদেশে নিবন্ধীকৃত দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয়। স্বত্বের মামলার বিচারের ক্ষেত্রে দেশের অধস্তন আদালত হতে উচ্চ আদালত পর্যন্ত নিবন্ধীকৃত দলিল প্রমাণক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সারাদেশে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৯৩টি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৪,৭৪,৬৯৬ (চৌত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই) টি দলিল নিবন্ধন করা হয়েছে এবং ১২২৯২,৮৬,২৯,৭৭০ (বার হাজার দুইশত বিরানব্বই কোটি ছিয়াশি লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত সত্তর) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। দেশের জনগণের জমি নিবন্ধনে ভোগান্তি হ্রাসকল্পে দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪টি জেলার জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৯৮টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

১০। The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫.০৩.২০১০ খ্রিঃ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২.০৩.২০১২ খ্রিঃ তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ১৫.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক-কে চেয়ারম্যান এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী-কে সদস্য নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পুনর্গঠন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ মোট ৮০টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০টি মামলার চূড়ান্ত রায় হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি মামলায় আসামীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো জঘণ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১১। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২ (দুই) টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্প লাইন কল সেন্টারের মাধ্যমে ১,০০,৭৯১ জন সুবিধাভোগী অসহায়, দুঃস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬,৭৬৭ জন নারী ও ২২,৩০১ জন পুরুষ, ৪৯৬ জন শিশুসহ মোট ২৯,৫৮৪ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্তরূপ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

১২। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন ও বিচার বিভাগের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং বিভিন্ন স্তরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ, অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌসুলিদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্সসমূহের মাধ্যমে ৬৮৩ জন পুরুষ ও ১৬৯জন মহিলাসহ মোট ৮৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৯১ জন বিচারক, ৪০ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌসুলিসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন।

১৩। করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন ন্যূনতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-লক্ষ্যে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ‘আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০’ জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ‘আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০’ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ভার্চুয়াল আদালত স্থাপনের মাধ্যমে বিচার বিভাগে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। গত ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ১০ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৮২টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০৭ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। যার ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দী আসামীদের অতিরিক্ত চাপ এড়ানো সম্ভব হয়েছে

১৪। করোনা ভাইরাসে (Covid-19) আক্রান্ত বিচারক, বিচার সহায়ক কর্মচারীদের বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে একটি মনিটরিং সেল কাজ করেছে। মনিটরিং সেল থেকে প্রতিদিন সারাদেশের বিচারক ও কর্মচারীদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে।

১৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ তার গঠন ও কার্যাবলি যুগোপযোগী করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে যাবে।

২. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আমাদের মহান নেতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে গত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার কর্মরত আছেন। এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২২০ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৫০ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৪৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৩৮ জন।

৩.৩ সংযুক্ত/অধীনস্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহের নাম

১. নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
২. সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৪. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
৬. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৭. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৮. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৯. রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।

- অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত সকল আইন সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদান, আইনজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার-পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপিল দায়ের/দায়েরকৃত আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।

- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানি মামলার সমন ও ডিক্রি জারি, ভরণপোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশি নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

৫.১ প্রশাসন-১ অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-১ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা ও পরিকল্পনা অধিশাখা রয়েছে।

প্রশাসন-১ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-১, বিচার শাখা-৩ ও বিচার শাখা-৪ নামে ৩ টি শাখা রয়েছে।

(ক) উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

এ বিভাগের বিচার শাখা-৪ হতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর, পেনশন আনুতোষিক ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণ:

এ বিভাগের বিচার শাখা-৪ হতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ, তাঁদের ছুটি মঞ্জুর, পেনশন আনুতোষিক ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণঃ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
১	০২ সেপ্টেম্বর ২০২০	---	২ (দুই) জন	আপিল বিভাগ

(খ) আইন প্রণয়ন বা সংশোধন **সংক্রান্ত :**

(ক) The Civil Courts (Amendment) Act, 2021 (২০২১ সনের ৫ নং আইন)।

(খ) আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন)।

(গ) Bangladesh Legal Parctitioneres and Bar Council Order, 1972 এর Rule 60A প্রতিস্থাপন।

(ঘ) Bangladesh Legal Parctitioneres and Bar Council Order, 1972 এর Rule 60 প্রতিস্থাপন।

(গ) অধস্তন আদালত গঠন ও পদ সৃজন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ১১ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ তারিখে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলায় ১টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সৃজন করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজগণের কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য ২টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডইভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের ৭৩টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। বরিশাল, গাজীপুর ও রংপুরে মহানগর দায়রা জজ আদালত সৃজন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের ১৫৯টি নতুন পদ, ১৩টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং চকোরিয়া ও শিবচরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) নিয়োগ ও পদোন্নতি ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ১০২ (একশত দুই) জন সহকারী জজকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্য হতে নিম্নে উল্লিখিত মতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকগণকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	পদোন্নতিকৃত পদ	সংখ্যা
১।	সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের পদ	৪৭ জন
২।	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ	১০৫ জন
৩।	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	৬০ জন
৪।	জেলা ও দায়রা জজ	৫১ জন
	সর্বমোট=	জন

২০২০- ২০২১ অর্থ বছরে মোট ৭ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী করা হয়।

(ঙ) ভার্চুয়াল আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন ন্যূনতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-লক্ষ্যে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে বিচারপ্রার্থী সকল পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে "আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০" জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে "আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০" জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ভার্চুয়াল আদালত স্থাপনের মাধ্যমে বিচার বিভাগে এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। গত ১১ মে ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ৪ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত

সময়ে মোট ৫৮ কার্যদিবসে সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৪৭ সাতচল্লিশ হাজার ৩৩৯টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৭২ হাজার ২২৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। যার ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দী আসামীদের অতিরিক্ত চাপ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকার বিচারকর্মে নিয়োজিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল বিচারককে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকল পর্যায়ের বিচারকদের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, "অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বিচারকগণকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও মামলাজট নিরসনের জন্য জাইকার অর্থায়নে জাপানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। একই সাথে সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ৬০ (ষাট) জনঘন্টা করে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বিভাগ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের বিচার শাখা-১ ও বিচার শাখা-৩ থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা
১	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১২৩তম, ১২৪তম, ১২৫তম ও ১২৬তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট কোর্স	৮৭ জন
২	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	জাইকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৯০ জন
৩	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	অন্যান্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	২৮জন

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা
১	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	United Nations Mission in Somalia	৪ জন
২	বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	অন্যান্য প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১ জন

(ছ) ছুটি মঞ্জুর ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে নিম্নে বর্ণিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও এ বিভাগে কর্মরত/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটিও এ বিভাগ হতে মঞ্জুর করা হয়। এ অর্থ বছরে মঞ্জুরকৃত ছুটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ছুটির বিবরণ	সংখ্যা
১।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবকাশ ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৫৮৯জন
২।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি/ভাতা মঞ্জুর	৫৩৪ জন
৩।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	১৯৩ জন
৪।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শিক্ষা ছুটি/ প্রেষণ মঞ্জুর	১২জন
৫।	মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর	৩৫ জন
৬।	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	৪১ জন
৭।	আদালত অবকাশকালীন সময়ে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান	২০ জন
৮।	অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর	৩১ জন
৯।	এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	২ জন
১০	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস/আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত আইন কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর	১১ জন

অন্যান্য আবেদন মঞ্জুর ঃ-

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ১৯৭ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাসপোর্ট গ্রহণ/নবায়নে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জমি/গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত ৯টি আবেদন মঞ্জুর করা হয়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার আবেদন/বই প্রকাশ/বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা, পরীক্ষার ভাতা মূল্যায়নের অনুমতি প্রদান করা হয় ৭টি। বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে কর্মকর্তা হিসেবে ৩৩৬ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। নির্বাচনী তদন্ত কমিটিতে ২৪ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। দেওয়ানী আদালত অবকাশকালীন সময়ে ৬৯ জন ভ্যাকেশন জজ নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১৫২ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অবকাশ ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।

(জ) অভিযোগ ও তদন্ত ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচার বিভাগ-কে দুর্নীতি মুক্ত এবং জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ দ্রুত ও সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	গৃহীত ব্যবস্থা	সংখ্যা
১।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	৪টি
২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি	১০টি
৩।	অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা তলব	১০টি

(ঝ) আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজঃ

আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে পরিকল্পনা অধিশাখা।

২০২০-২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও ব্যয়	বিবরণ	সাফল্যের/অগ্রগতির হার
১	**"বাংলাদশেরে ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে নির্মাণ (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত" প্রকল্প।** **প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৩৩০১৬.২৬ লক্ষ টাকা।** **প্রকল্প মেয়াদ কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০২৩ (প্রস্তাবিত)।**	**এ প্রকল্পে ৪২ টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মিত হবে এবং ২২ টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হব। ৩০ জেলায় বিচারিক কাজের জন্য ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুর এবং লালমনিরহাট জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**	**সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৭%**
২	**''দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) '' শীর্ষক প্রকল্প।** **প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা।** **প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।**	**এ প্রকল্পরে আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন, ৫৮টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ৪০টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ২০২০-২০২১ পর্যন্ত ৩১ টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক।**	**সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৭৫%**

৩	'অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (সংশোধিত)' প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৭০৫৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	সুষ্ঠু, দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে বিচার কার্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে লক্ষ্য করে অধ:স্তন আদালতের বিচারকগনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে ৫৪০ জন বিচারককে বৈদেশিক প্রশিক্ষ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৩৮৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৬৫%
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুসঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয় : ১৩৮০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০১৭ হতে ডসিম্বের ২০২১ পর্যন্ত।	সুপ্রীম কোর্ট ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিচারকদের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ভবন নির্মিত হলে বিচারকগণকে পর্যাপ্ত পরিমান এজলাস প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পরে আওতায় সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২ তলা ভবনের নর্মিাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে । আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%
৫	"বাংলাদশে বার কাউনন্সিল ভবনের বর্তমান জায়গায় ১৫ তলা ভবন নির্মাণ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১১৭৬৬.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।	প্রকল্পরে আওতায় বাংলাদশে বার কাউন্সলি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের আইনজীবিগণের লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকারী হিসেবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করা। আইনজীবিগণের বিচারের জন্য গঠিত পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক স্থান সংস্থান করণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইজীবি এবং বিজ্ঞ	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৮৫%

		বিচারকবৃন্দের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ। আগামী র্মাচ ২০২২ তারখিরে মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্নের লক্ষ্যমাত্রা রযেছে।।	
৬	"স্ট্রেন্দেনিং ক্যাপাসিটি অব জুডিসিয়াল সিস্টেমে ফর চাইল্ড প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৯০৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	শিশু আইন ২০১৩ সংশোধন করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠিত ১৬টি শিশু আদালতকে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু আইন, ২০১৩-এর আদলে চালুকরণ। অধ:স্থন আদালতের বিচারক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টদের শিশু আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি এবং এতদ্বিষয়ে আইনগত সহায়তার ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি। শিশু আইন, ২০১৩ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদক্রান্ত কারিকুলাম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। শিশু আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ বিষয়ে মনিটরিং-এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচারিক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং প্রবেশন অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় ও রিপোর্ট প্রদানের কৌশল প্রতিষ্ঠা। ইতোমধ্যে ৭টি প্রশক্ষিণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশক্ষিণের মাধ্যমে বিচারক, আইনজীবী, প্রবেশন র্কমর্কতা, পুলিশি র্কমর্কতা শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে প্রশক্ষিণ গ্রহণ করছে।	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ২৫%
৭	"ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সংশোধিত)'' প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১৬০.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের মেয়াদকাল: নভেম্বর	(১) দলিল রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগীতা যাচাই; (২) ভূমি রজেস্ট্রিশেন ব্যবস্থা ডজিটিাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের প্রকৃতি যাচাই;	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৯০%

	২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত)।	(৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা ডজিটিাইজেশনের জন্য সফটওয়ার ব্যবহারের জন্য হাঁডওয়ারের প্রকৃতি যাচাই ও পরিমাণ ও নির্ধারণ; (৪) হাতে লিখা এলটি নোটিশ এর পরিবর্তে ই-এলটি নোটিশ জারীর পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৫) হাতে লখিা বালাম বা ভলিউম এর পরর্বিতে ডিজিটাল বালাম এর প্রচলনের সাম্ভাব্যতা যাচাই; (৬) ডজিটিাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (৭) বিদ্যমান ম্যানুয়াল দললিসমূহ ডিজিটাইজড করার সাম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ;. (৮) পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন; (৯) পরীক্ষামূলক সফটওয়াররে মাধ্যমে এলটি নোটিশ (ই-এলটি নোটিশ) জারিকরণ; (১০) ডিজিটাল সূচীকরণ বা ই-ইনডেক্সিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু করণ; (১১) পরীক্ষামূলক সফটওয়াররে ভিত্তিতে মূল সফটওয়াররে প্রকৃতি নর্িধারণ; (১২) সারা বাংলাদেশে ই-রেজিস্ট্রেশন চালু করণে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামোর (সফটওয়ার এবং হাঁডওয়ারসহ) প্রক্ষেপণকরণ; (১৩) সারাদেশে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটেইজেশনকরণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরিচালন (১৪) সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।	

৫.২ বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি

বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে বাজেট অধিশাখা এবং উন্নয়ন অধিশাখা রয়েছে। বাজেট অধিশাখার অধীনে বাজেট- ১ ও বাজেট-২ নামে ২টি শাখা রয়েছে। উন্নয়ন অধিশাখার অধীনে উন্নয়ন শাখা রয়েছে।

(ক) বাজেট প্রস্তুত ও ছাড়করণঃ

বাজেট অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কাজ এ বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত।

(খ) বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২০-২০২১ সালে সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা
১.	গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ১৬৫২,০২,০০,০০০/- (এক হাজার ছয়শত বায়ান্ন কোটি দুই লক্ষ) টাকার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৭৩৯,৮৪,০০,০০০/- (এক হাজার সাতশত চুরাশি কোটি) টাকার মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ১৩৬৪,১৭,০০,০০০/- (এক হাজার তিনশত চৌষট্টি কোটি সতের লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৭৫,৬৭,০০,০০০/- (তিনশত পঁচাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ) টাকা।	সম্পন্ন হয়েছে।
২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যালয়ের পুরাতন হাইকোর্ট ভবন ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় Retrofit/Restoration কাজের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর জন্য একটি শেড (শেড-১) ও প্রসিকিউটর কার্যালয়ের জন্য একটি শেড নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক কাজের জন্য সর্বমোট ৩,২৫,০০,০০০/- (তিন কোটি পচিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর সিনিয়র সহকারী জজ আদালত চত্বরে একটি সেমিপাকা ভবন নির্মাণের জন্য ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। খুলনা জেলা জজ আদালত ভবন ও চীফ জুডিসিয়াল আদালত ভবনের সংযোগ করিডোর নির্মাণ কাজের জন্য ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	চলমান রয়েছে।
৩.	দেশের ৬৪টি জেলা আইনজীবী সমিতিকে ভবন নির্মাণের সহায়তা হিসেবে বিশেষ অনুদান বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা এবং বই পুস্তক ক্রয় বাবদ বই পুস্তক মঞ্জুরি খাতে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে।
৪.	গত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের ৬৬টি পদ এবং হাইকোর্ট বিভাগের ২৮৩ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।	সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নঃ

১. বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ৪.২৪ কোটি (চার কোটি চব্বিশ লক্ষ) টাকার মধ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২.০০ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবশিষ্ট নির্মাণ কাজের জন্য ২.২৪ কোটি (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ৬ষ্ঠ তলা ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত কলাম ও ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।]

২. [২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩:০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন বর্ধিতকরণ,এনেক্স ভবন নির্মাণের জন্য ১.৫০ লক্ষ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং চকোরিয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়াতে কর্মরত আইনজীবী সমিতির সদস্যগণের জন্য ভবন নির্মাণের নিমিত্ত যথাক্রমে ৩০.০০ লক্ষ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা ও ১০.০০ লক্ষ (দশ লক্ষ) টাকা করে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন বর্ধিতকরণ, এনেক্স ভবন নির্মাণের জন্য ৮০.০০ লক্ষ (আশি লক্ষ) টাকা এবং চকোরিয়া আইনজীবী সমিতিকে ভবন নির্মাণের জন্য ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তবে, কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি ব্যতীত অন্য কোন আইনজীবী সমিতি কোন অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি এনেক্স ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পঞ্চম তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ চলছে। ১ম-২য় তলার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ তলার বৈদ্যুতিক কাজ চলমান রয়েছে।

৫.৩ প্রশাসন-২ অনুবিভাগের কার্যাবলি

আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসন-২ অনুবিভাগের অধীনে প্রশাসন-২ অধিশাখা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা রয়েছে।

প্রশাসন-২ অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৫ ও বিচার শাখা-৮ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৫ এর গৃহীত কার্যক্রম/অর্জিত সাফল্য

১। **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ আধুনিকীকরণ** : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সদয় দিকনির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আধুনিকায়নকৃত সভাক্ষটি উদ্বোধন করেছেন।

২। **আইন ও বিচার বিভাগের অডিট নিষ্পত্তি** : আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিচার শাখা-৮ এর গৃহীত কার্যক্রম/অর্জিত সাফল্য

বিচার শাখা-৮ এ বিভাগের প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি শাখা। এ শাখা আইন ও বিচার বিভাগের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয় সাধন করে। বিচার শাখা-৮ এর প্রধান কাজ হলো মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় আইনমন্ত্রীর এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করা,

স্থায়ী কমিটি, মন্ত্রিসভা বৈঠক এবং সচিব কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ শাখা যোগাযোগ রক্ষা করে এবং চাহিত মতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্কসপ/সেমিনার/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করে ও প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান, টেলিফোন সংযোগ প্রদান, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে জনসাধারণের চাহিত তথ্য প্রদান এ বিভাগের অন্যমত প্রধান কাজ । কাউন্সিল অফিসার হিসেবে এ শাখা জাতীয় সংসদের সাথে সমন্বয় সাধন করে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিচারক শাখা-৮ এ সম্পাদিত কাজের তথ্য প্রদান করা হলো:

প্রশ্নোত্তর প্রেরণঃ একাদশ জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশন থেকে চতুর্দশ অধিবেশনে পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৭টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । এছাড়া, একাদশ জাতীয় ৯ম অধিবেশন থেকে চতুর্দশ অধিবেশনে পর্যন্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য মোট ৫৪টি প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণঃ একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১২তম-১৫তম বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে । তাছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ নং সাব-কমিটি ২য়, ৩য় ও ৫ম এবং ২নং সাব-কমিটির ২য় ও ৩য় বৈঠকের আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ বিভাগের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণঃ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৩৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

রাষ্ট্রপতির ভাষনের তথ্য প্রেরণঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রণয়নকৃত ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগের (বাংলা ও ইংরেজি) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যায়ন পত্র প্রেরণঃ ৩০ জুন ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতিসমূহের নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক Rules of Business,1996 এর Rule 25(3) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-১(০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) অর্থ বছরের সম্পাদিত বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ।

নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণঃ নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮- এ ঘোষিত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতির তথ্য প্রধানমন্ত্রীর র্কাযালয়ে প্ররেণ করা হয়ছে।

নামের তালিকা প্রেরণঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত যুগ্ম-সচিব/তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপ/সেমিনারে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের ২৫ জন কর্মকর্তাগণকে প্রতিনিধি প্রেরণ /সদস্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে ।

অন্যান্য প্রতিবেদন প্রেরণঃ

১। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২০ এ প্রস্তাবিত বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের ৮টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।

২। এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থার মাসিক প্রতিবেদন এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এবং এসডিজি'র অগ্রগতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

টেলিফোন সংযোগঃ ৩ জন কর্মকর্তাকে নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে; ৬ জন কর্মকর্তার টেলিফোন বিলের নগদায়ন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

কমিটি গঠনঃ এপিএ, এসডিজি, নৈতিকতা কমিটি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(ক) চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ঃ

চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১৬৯ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী ৬০ (ষাট) জনঘণ্টা করে সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিম্নোক্ত মতে প্রদান করা হয়েছে।

(ক) উপসচিব পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে ৪০ জনঘন্টা করে সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ-

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	General Instruction and Object of the Training	২৩-০৩-২০২১	২
২.	Public Procurement Rules (PPR)	২৩-০৩-২০২১	২
৩.	Process of Post Creation & Retention in Revenue heads	২৪-০৩-২০২১	২
৪.	Annual Performance Agreement (APA)	২৪-০৩-২০২১	২
৫.	Public Sector Innovation	২৫-০৩-২০২১	২
৬.	Preparation on Draft & Summary	২৫-০৩-২০২১	২
৭.	E-government	২৮-০৩-২০২১	২
৮.	Service Discipline Rules	২৮-০৩-২০২১	২
৯.	Quality Management for before service	৩০-০৩-২০২১	২
১০.	Rules of Business	৩০-০৩-২০২১	২
১১.	Citizen Charter and Right to Information	৩১-০৩-২০২১	২
১২.	Public Private Partnership	৩১-০৩-২০২১	২
১৩.	Vision, Mission, and Team Building	০১-০৪-২০২১	২
১৪.	Sustainable Development	০১-০৪-২০২১	২
১৫.	Preparation of Project Concept Paper	০৪-০৪-২০২১	২
১৬.	Leadership Development	০৪-০৪-২০২১	২
১৭.	Right to Information	০৫-০৪-২০২১	২
১৮.	Grievance Redress System (GRS)	০৫-০৪-২০২১	২
১৯.	National Integrity Strategy (NIS)	০৬-০৪-২০২১	২
২০.	Important Office Product	০৬-০৪-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৪০

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	Object of the Training	০৮-০৩-২০২১	২
২.	Honesty, Morality and Integrity	০৮-০৩-২০২১	২
৩.	Innovation and Development	০৯-০৩-২০২১	২

৪.	Project Management and Prepartion of Project Concept Paper	০৯-০৩-২০২১	২
৫.	Annual Performance Agreement (APA) and Sustainable Development Goal (SDG)	১০-০৩-২০২১	২
৬.	National Integrity Strategy (NIS) and Grievance Redress System (GRS)	১০-০৩-২০২১	২
৭.	Vision, Mission, Self Development and Team Building	১১-০৩-২০২১	২
৮.	Process of Post Creation & Retention under Revenue Heads	১১-০৩-২০২১	২
৯.	Citizen Charter and Right to Information	১৪-০৩-২০২১	২
১০.	Writing Effective Meeting Minutes	১৪-০৩-২০২১	২
১১.	Preparing for Recruitment & Promotion Documents in DPC	১৫-০৩-২০২১	২
১২.	Budget; Planning, Allocation and Management	১৫-০৩-২০২১	২
১৩.	Government Service Discipline Rules	১৬-০৩-২০২১	২
১৪.	Preparing Draft and Summary	১৬-০৩-২০২১	২
১৫.	Secretariat Instructions: Important Office Procedures	১৮-০৩-২০২১	২
১৬.	Rules of Business and Allocation of Business	১৮-০৩-২০২১	২
১৭.	Modern Office Management	২৩-০৫-২০২১	২
১৮.	ICT in Government Office Management	২৩-০৫-২০২১	২
১৯.	Use of Social Media	২৪-০৫-২০২১	২
২০.	Duties of the Government officials and use of social media	২৪-০৫-২০২১	২
		সর্বমোট কর্মঘন্টা	৪০

(গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিবরণীঃ

ক্র: নং:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘন্টা
১.	প্রশিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	২৪-০১-২০২১	২
২.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	২৪-০১-২০২১	২
৩.	নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এবং তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা	২৫-০১-২০২১	২
৪.	উদ্ভাবন ও উন্নয়ন	২৫-০১-২০২১	
৫.	কাজের অগ্রাধিকার নির্বাচন ও তথ্য প্রদান এবং আন্তঃসমন্বয়	২৬-০১-২০২১	২
৬.	এপিএ, এসডিজি বাস্তবায়নে করণীয় ও অনিক কর্মকর্তার কার্যপরিধি	২৬-০১-২০২১	২
৭.	হিসাব ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক ক্রয়	২৭-০১-২০২১	২
৮.	দর্শনার্থী, সেবাপ্রার্থী এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আচরণ	২৭-০১-২০২১	২
৯.	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধকল্পে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা	২৮-০১-২০২১	২
১০.	সিটিজেন চার্টার ও নাগরিক সেবা	২৮-০১-২০২১	২

১১.	বাংলা ভাষা ও বানান রীতি	৩১-০১-২০২১	২
১২.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	৩১-০১-২০২১	২
১৩.	সচিবালয় নির্দেশমালা	০১-০২-২০২১	২
১৪.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও দাপ্তরিক কাজে নৈতিকতা	০১-০২-২০২১	২
১৫.	অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার	০২-০২-২০২১	২
১৬.	আবাসন নীতিমালা	০২-০২-২০২১	২
১৭.	ডাক ব্যবস্থাপনা ও পত্রের শ্রেণীবিভাগ	০৩-০২-২০২১	২
১৮.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক স্কীম	০৩-০২-২০২১	২
১৯.	জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব	০৪-০২-২০২১	২
২০.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সচেতনতা	০৪-০২-২০২১	২
২১.	বিভিন্ন রকম দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	০৭-০২-২০২১	২
২২.	ইনোভেশন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা	০৭-০২-২০২১	২
২৩.	নোট ও প্রতিবেদন লিখন	০৮-০২-২০২১	২
২৪.	বেতন নির্ধারণ, ভ্রমন ভাতা ও পেনশন প্রস্তুতি	০৮-০২-২০২১	২
২৫.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	০৯-০২-২০২১	২
২৬.	সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	০৯-০২-২০২১	২
২৭.	ছুটি বিধি	১০-০২-২০২১	২
২৮.	ই-ফাইলিং	১০-০২-২০২১	২
২৯.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	১১-০২-২০২২	২
৩০.	নারী উন্নয়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা	১১-০২-২০২২	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের (১১-১৯) তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ঘণ্টা
১.	দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও সেবাধর্মিতা	১০-১২-২০২০	২
২.	দাপ্তরিক কাজে টিম ওয়ার্ক	১০-১২-২০২০	২
৩.	ছুটি বিধি	১৩-১২-২০২০	২
৪.	উদ্ভাবন ও উন্নয়ন	১৩-১২-২০২০	২
৫.	নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি ও শৃঙখলা	১৪-১২-২০২০	২
৬.	এপিএ, এসডিজি ও অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক আলোচনা	১৪-১২-২০২০	২
৭.	দাপ্তরিক ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা	১৫-১২-২০২০	২
৮.	সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	১৫-১২-২০২০	২
৯.	তথ্য অধিকার আইন	১৭-১২-২০২০	২
১০.	গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	১৭-১২-২০২০	২
১১.	সন্ত্রাসবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	২০-১২-২০২০	২
১২.	সিটিজেন চার্টার	২০-১২-২০২০	২
১৩.	বাংলা ভাষা ও বানান রীতি	২১-১২-২০২০	২

১৪.	নিয়োগ ও পদোন্নতি বিধিমালা	২১-১২-২০২০	২
১৫.	পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশের উন্নয়ন	২২-১২-২০২০	২
১৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কমিটির কার্যাবলি	২২-১২-২০২০	
১৭.	সচিবালয় নির্দেশমালা	২৩-১২-২০২০	২
১৮.	আবাসন নীতিমাল	২৩-১২-২০২০	২
১৯.	নারী ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা	২৪-১২-২০২০	২
২০.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক স্কীম	২৪-১২-২০২০	২
২১.	সভা সেমিনার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা	২৭-১২-২০২০	২
২২.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সতর্কতা	২৭-১২-২০২০	২
২৩.	ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা	২৮-১২-২০২০	২
২৪.	নোট ও প্রতিবেদন লিখন সম্পর্কে আলোচনা	২৮-১২-২০২০	২
২৫.	বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	২৯-১২-২০২০	২
২৬.	বেতন নির্ধারণ ও পেনশন প্রস্তুতি	২৯-১২-২০২০	২
২৭.	টেলিফোন নীতিমালা ও টেলিফোন ব্যবহার	৩০-১২-২০২০	২
২৮.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও দাপ্তরিক নিরাপত্তা	৩০-১২-২০২০	২
২৯.	গার্ড ফাইল ও ডাক ব্যবস্থাপনা	৩১-১২-২০২০	২
৩০.	বিভিন্ন রকম দাপ্তরিক পত্র লিখন ও প্রেরণ	৩১-১২-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

(ঙ) ২০২০-২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের ২০তম গ্রেড এর কর্মকর্তাদের চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তালিকাঃ

ক্র: নং:	প্রশিক্ষণের বিষয়	তারিখ	সময়/ ঘণ্টা
১.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে	২৮-১০-২০২০	২
২.	নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা	২৮-১০-২০২০	২
৩.	পত্র গ্রহণ ও পত্র জারী সম্পর্কে আলোচনা	২৯-১০-২০২০	২
৪.	অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা	২৯-১০-২০২০	২
৫.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সতর্কতা	০১-১১-২০২০২	২
৬.	এপিএ ও শুদ্ধাচার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে কর্মপরিল্পনা	০১-১১-২০২০২	২
৭.	কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে আলোচনা	০২-১১-২০২০	২
৮.	উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও অফিসে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরন সম্পর্কে আলোচনা	০২-১১-২০২০	২
৯.	টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য সম্পর্কে আলোচনা	০৩-১১-২০২০	২
১০.	অফিস আদালতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দাবলি সম্পর্কে আলোচনা	০৩-১১-২০২০	২
১১.	অফিসে কর্মকতা ও অতিথি আপ্যায়নে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা	০৪-১১-২০২০	২
১২.	সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮	০৪-১১-২০২০	২

১৩.	গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ	০৫-১১-২০২০	২
১৪.	সিটিজেন চার্টার ও কর্মচারীদের দায়িত্ব	০৫-১১-২০২০	২
১৫.	সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	০৮-১১-২০২০	২
১৬.	অফিস সহায়কদের দায়িত্ব অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা	০৮-১১-২০২০	২
১৭.	অফিস সময় নিয়মিত উপস্থিতি	০৯-১১-২০২০	২
১৮.	কর্মচারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা	০৯-১১-২০২০	২
১৯.	নথি চলাচল সম্পর্কে আলোচনা	১০-১১-২০২০	২
২০.	অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অফিস সহায়কদের ভূমিকা	১০-১১-২০২০	২
২১.	অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা	১১-১১-২০২০	২
২২.	কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা	১১-১১-২০২০	২
২৩.	ই-মেইল অগ্রসর ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা	২২-১১-২০২০	২
২৪.	নথি গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	১২-১১-২০২০	২
২৫.	দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা	১৫-১১-২০২০	২
২৬.	কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ বিষয়ক আলোচনা	১৫-১১-২০২০	২
২৭.	ছুটি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা	১৬-১১-২০২০	২
২৮.	কম্পিউটার খোলা, বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা	১৬-০১-২০২০	২
২৯.	সচিবালয় নির্দেশমালা সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা	১৭-১১-২০২০	২
৩০.	গণকর্মচারীদের শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ	১৭-১১-২০২০	২
		সর্বমোট কর্মঘণ্টা	৬০

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ঃ

আইন ও বিচার বিভাগের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান টিটিসিতে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষেণ প্রদান করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার কাজ:

রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার অধীনে বিচার শাখা-৬ ও বিচার শাখা-৭ নামে ২টি শাখা রয়েছে।

বিচার শাখা-৬ এর গৃহীত কার্যক্রম/অর্জিত সাফল্য

(খ) নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজের বিবরণঃ

নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলি আইন ও বিচার বিভাগ-এর বিচার শাখা-৬ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নিবন্ধন সংক্রান্ত ২০২০-২০২১অর্থ-বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিররণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ -

নিবন্ধন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত পত্র সংখ্যা ৪০০ টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে ৪৭০টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৩০টি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নিবন্ধন সম্পর্কিত হতে সম্পাদিত কাজের বিবরণী	২০২০-২০২১ সালের নিষ্পন্ন কাজ
১।	নবনিয়োগ	(ক) সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশকৃত ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৭জন প্রার্থীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে৷ (খ) ৩৮তম বিসিএস হতে আরও ৩১ শুন্য পদ পূরণের জন্য ৩১জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে প্রেরণের জন্য কর্মকমিশনে চাহিদা পত্র প্রেরিত হয়েছে৷
৩।	সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলী	১২৯ জন সাব-রেজিস্ট্রার ও ২৫ জেলা রেজিস্ট্রার পদে বদলী আদেশ জারি করা হয়েছে।
৪।	পদোন্নতি	সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ০৭ জন, জেলা রেজিস্ট্রার হতে আইআরও পদে ০১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীন রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে ২ জন প্রধান সহকারী ও ২ জন উচ্চমান সহকারীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
৫	আনীত অভিযোগের তদন্ত, বিভাগীয় মামলা ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) ০৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। (খ) ১জন জেলা রেজিস্ট্রার ও ২ জন সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে৷ (গ) ১ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে৷ (ঘ) ২ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে৷ (ঙ) জনাব দুলাল চৌধুরী, সাব-রেজিস্ট্রার এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৮ এর তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে৷
৬	মুক্তিযোদ্ধা/মুজিবনগর কর্মচারীদের চাকুরির বয়স ১ বছর বৃদ্ধি	১জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বয়স ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭	রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল/আনুতোষিক মঞ্জুরি	১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

	বিভিন্ন সরকারি অফিস/সংস্থা/কর্পোরেশন/পাওয়ার প্লান্ট/সোলার প্লান্টের লীজ দলিলের ফি মওকুফ	মোট ১১টি অফিসের লীজ দলিলের ফিস মওকুফ সংক্রান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
৮	চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান	মোট ৬জন সাব-রেজিস্ট্রারের অন্যত্র চাকরি হওয়ায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি	চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার সাব রেজিস্ট্রি ক্যাম্প অফিসটি কর্ণফুলী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নামে স্থায়ী অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
১০।	পেনশন, পি,আর, এল ,ভবিষ্য তহবিল ও অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি সংক্রান্ত	(ক) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রারদের পিআরএল সংক্রান্ত ১৫টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; (খ) জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রার ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত ০৬টি নথি নিষ্পত্তি করা হয়েছে; (গ) ২জন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
২১।	অডিট আপত্তি	৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ব্রডসিটের জবাব প্রদান করা হয়েছে।
২২।	টিওএন্ডটি ভুক্তকরণ	নিবন্ধন অধিদপ্তরের জন্য ২টি জিপ গাড়ি টিওএন্ডটিভ-তে অর্ন্তভুক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করার পর জি.ও জারী করা হয়েছে।
২৪।	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন	জেলা রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট জেলার অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলির অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

(গ) নোটারি পাবলিক সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন) নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। নিম্নে নোটারী সংক্রান্ত কার্যাযলি উল্লেখ করা হলো ঃ

(খ) সারা বাংলাদেশে মোট নোটারীর পাবলিকের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে মোট ২৯ জন নোটারী পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, ৭৮টি নোটারী লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে এবং ১টি নোটারি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

(গ) প্রায় ১, ০০,০০০ টি নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ

আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৭ কর্তৃক নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু নিবন্ধক সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	গৃহীত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
১।	নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ	৭৮ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়েছে।
২।	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক	০১ জন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।
৩।	লাইসেন্স বাতিল	বাল্য বিবাহসহ নানাবিধ অভিযোগের কারণে সারাদেশে ২ জন মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।
৪।	প্যানেল আহবান	৬৭ টি অধিক্ষেত্রে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য প্যানেল আহবান করা হয়েছে।
৫।	অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান	১১ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৬।	অধিক্ষেত্র সৃজন	সারাদেশে নতুন ৬টি অধিক্ষেত্র সৃজন করা হয়েছে।
৭।	কারণ দর্শানো	বিভিন্ন অভিযোগে ৯ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
৮।	তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ	বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২২ টি তদন্তের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সরকার পক্ষে ২৫ টি রিট পিটিশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে।
১০।	কনন্টেম্পট এর জবাব	সরকার পক্ষে ১ টি কনন্টেম্পট এর জবাব দেয়া হয়েছে।
১১।	সত্যায়ন	বিদেশগামীদের চাহিদা অনুযায়ী মোট ২৮,০০০ টি নোটারিয়ান ডকুমেন্টস সত্যায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে বর ও কনের প্রকৃত বয়স যাচাই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১২ এর ২৩ (ক) এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন নীতিমালা, ২০১৩ এর ১৯ (১১) বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধনকে বর কনের বয়সের প্রমাণিক সার্টিফিকেট যাচাই করে বিবাহ নিবন্ধন সম্পন্ন করতে *১৬১০০# শর্টকোড ডায়াল করে এসএসসি, এইচএসসি, জন্ম সনদ এবং এনআইডির মাধ্যমে বর কনের বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পিএসসি, জেএসসি এবং পাসপোর্টের মাধ্যমে বয়স যাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা পেতে জাতীয় হেল্প লাইন ১০৯ চালু করা হয়েছে। জাতীয় হেল্প লাইন সম্পর্কে দেশের সকল বিবাহ নিবন্ধককে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলায় সেবাটি চালু করা হয়েছে।

০২। বাল্য বিবাহ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণে 'বাল্য বিবাহ বন্ধ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বর ও কনের বয়স যাচাই করার সিস্টেমসহ ১৮ (আঠারো) বছরের নিচে মেয়েদের ডাটাবেজ, বিবাহ নিবন্ধন, জেলা রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, ঘটক, ইমাম, পুরোহিত, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিনিধি ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ, ঝুঁকিপূর্ণ মেয়েদের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক অবস্থার তথ্য এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটি অ্যাটেডে!!স সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্ণিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নকালে ইলেকট্রনিক বিবাহ নিবন্ধন, বর কনের কাবিননামার তথ্য, বালাম বইয়ের কপি, বিবাহ সনদ, বিবাহ নিবন্ধন পোর্টাল ইত্যাদি ফিচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

০৩। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে। বাল্য বিবাহমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বার্থে বিবাহ নিবন্ধনের সময় সংশ্লিস্ট মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু পুরোহিতগণকে বর্তমানে প্রচলিত আইনের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বাল্য বিবাহ বন্ধ ও বাল্য বিবাহ নিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের সকল নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হতে ''গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা বিষয়ক পরামর্শ'' প্রদান বাস্তবায়ন করার জন্য সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ''সুস্থ মা-সুস্থ শিশু-সমৃদ্ধ দেশ-সকল গর্ভধারণ হোক পরিকল্পিত'' লাইনটি কাবিননামায় সীল মোহর দ্বারা যুক্ত করার জন্য সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণ যাতে কোন সহকারী বা প্রতিনিধি দিয়ে বিবাহ নিবন্ধন করতে না পারে সেজন্য নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নোটারী পাবলিকগণ যাতে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো ও তালাক কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়টি তদারকির জন্য জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও আইনজীবী সমিতিকে অবগত করানো হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ কর্মরত কাজীদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা ডাটাবেজ তৈরি করে প্রদর্শনের জন্য বিবাহ নিবন্ধক বাতায়ন সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৪। দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনসহ বিভিন্ন অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় ২০২০-২০২১ পর্যন্ত সময়কালে ৩ (তিন) জন মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

৫.৪ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলি :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন । Rules of Busssiness, 1996 এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

<u>মতামত অনুবিভাগ</u>

১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ সাল অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রদত্ত মতামত প্রদানে সংখ্যা ০১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর , ২০২১ পর্যন্ত
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২
২।	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	৬
৩।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
৪।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৬

৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়	২
৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫
৭।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৫
৮।	অর্থ মন্ত্রণালয়	৯
৯।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২
১০।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৩
১১।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৭
১২।	হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১
১৩।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২
১৪।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩
১৫।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১
১৬।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৬
১৭।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩
১৮।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
১৯।	ভূমি মন্ত্রণালয়	২
২০।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২
২১।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২
২২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১
২৩।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১
২৪।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২
২৫।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২
২৬।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১
২৭।	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
২৮।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	১
২৯।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১
৩০।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২
৩১।	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩
৩২।	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১
৩৩।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩
৩৪।	পানি সম্পদ	১
৩৫।	কাস্টমস্ এন্ড এক্সাইজ	১
৩৬।	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিস	১
৩৬।	বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	১
৩৭।	মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	১
৩৮।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১
	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা=	৯৮টি + ১৩=১১১
	মোট নথির সংখ্যা=	১২০টি
	অনিষ্পন্ন নথির সংখ্যা	৯টি
	নিষ্পত্তির হার=	৯১.৬৬%

৫.৫ সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যাবলিঃ

সলিসিটর অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে কোনো মামলা দায়ের/পরিচালনা/পরামর্শ প্রদান ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে কোনো মামলা পরিচালনা কিংবা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যপরিধির অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া, বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ প্রদান উচ্চ আদালতে আপিল, রিভিশন, রিভিউ কিংবা অন্য যে কোনো ধরণের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার সমর্থনে এ অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সলিসিটর অনুবিভাগ হতে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(ক) ফৌজদারী শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	মোট
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আপীল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে আপীল দায়ের	৪২টি	৪২টি	৪২টি
২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আপীল বিভাগে রাষ্ট্র বিবাদী পক্ষে এ.ও.আর নিয়োগ	৪৫টি	৪৫টি	৪৫টি
৩	বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	১৪টি	১৪টি	১৪টি
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য আবদেনকারীকে অনুমতি প্রদান	১১৯টি	১১৯টি	১১৯টি
৫	ডেথ রেফারেন্স মামলার ষ্টেট ডিফেন্স আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত	১১টি	১১টি	১১টি
৬	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	৬০টি	৬০টি	৬০টি
৭	হাইকোর্ট বিভাগ হতে প্রাপ্ত ফৌজদারি আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৬৫টি	১৬৫টি	১৬৫টি
৮	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্জির হলফনামা সম্পাদন	৩২টি	৩২টি	৩২টি
৯	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন হিসাব শাখায় প্রেরণ	১৫০০টি	১৫০০টি	১৫০০টি
১০	নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষে আপীল দায়ের	৩২টি	৩২টি	৩২টি
১১	বিভিন্ন মামলার প্রাপ্ত দফাওয়ারী জবাব বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২০৭টি	২০৭টি	২০৭টি
১২	মৃত্যুদন্ড মামলায় স্টেট ডিফেন্স আইনজীবীর বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	৩৭টি	৩৭টি	৩৭টি

(খ) এটি/ এএটি শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	পেন্ডিং
১	সল এটি/ এএটি (সুপ্রীম) আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের সংক্রান্ত	৫৫টি	৫৫টি	০০
২	সল এটি (মতামত) প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের প্রস্তাব	১০৪টি	১০৪টি	০০
৩	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের	৩৯টি	৩৯টি	০০
৪	বিবিধ বিষয়ে আইনগত মতামত	০০	০০	০০
৫	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে ও আপীল বিভাগে আইনজীবী নিয়োগ	৭৭০টি	৭৭০টি	০০
৬	আইনজীবীগণের বিল প্রদান	৯০০টি	৯০০টি	০০

(গ) দেওয়ানি শাখাঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিভিল শাখার কাজের বিবরণী নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি ও গতিবিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্তি	নিষ্পত্তির শতকরা হার
১	সিভিল রিভিশন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	১১টি	১০৯টি	
২	প্রথম আপিল/প্রথম আপিলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	৩৮টি	৩৬টি	
৩	প্রথম বিবিধ আপিল/প্রথম আপিল/ সিভিল রিভিশন মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৭২টি	৭০টি	
৪	আপীল বিভাগ সংশ্লিষ্ট আপিল/রিভিউ	৮০টি	৭৯টি	
৫	বিবিধ বিষয়ে মতামত	৪১টি	৩৯টি	
	মোট=	৩৪২টি	৩৩৩টি	৯৭%

(ঘ) জিপি/পিপি শাখাঃ

১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি/পিপি শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিবরণী	পত্রের সংখ্যা	নিয়োগ/ অব্যহতির সংখ্যা
১	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন-কে অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	১টি	০১ জন
২	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০৩ টি	০৩ জন

৩	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মুরাদ রেজা এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মমতাজ উদ্দিন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদ হতে পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে।	০২ টি	০২ জন
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব দেবাশীষ ভট্টাচার্য ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদ হতে পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১জন
৬	সিলেট জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১জন
৭	খুলনা জেলার সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল/মানব পাচার ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০২ জন
৮	কক্সবাজার জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-০১ এ বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
৯	টাঙ্গাইল জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	১৩৮ জন
১০	ভোলা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০২ জন
১১	কুমিল্লাল জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত/বিশেষ জজ আদালত/চোরাচালান ট্রাইব্যুনালে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০২টি	৪০ জন
১২	ময়মনসিংহ জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০৪টি	১৫৯ জন
১৩	যশোহর জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	১টি	০১ জন
১৪	সিলেট জেলার মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
১৫	গাইবান্ধা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	৭৯ জন
১৬	রাজশাহী জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত /মহানগর দায়রা জজ আদালত/সাইবার ট্রাইব্যুনালে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০৪টি	১১০ জন
১৭	মাগুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	১৪ জন

১৮	গোপালগঞ্জ জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১জন
১৯	হবিগঞ্জ জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০২জন
২০	পটুয়াখালী জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০২টি	৪২ জন
২১	ঢাকা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পিপি পদে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
২২	চাঁদপুর জলোর জলো ও দায়রা জজ আদালতে আইন র্কমর্কতা নিয়োগ প্রদান প্রসংঙ্গে	০৩টি	০৪জন
২৩	মেহেরপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০৪টি	১০ জন
২৪	ফেণী জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
২৫	নেত্রকোণা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০১ জন
২৬	(ক) নোয়াখালী জেলার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (খ) ভোলা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (গ) ঢাকা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (ঘ) শেরপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজিপি'র পদত্যাগ। (ঙ) রাঙ্গামাটি জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (চ) মেহেপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (ছ) পাবনা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অতিঃ পিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (জ) শরীয়তপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে। (ঝ) লালমনিরহাট জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজিপি'র পদত্যাগ প্রদান প্রসংগে।	০৯টি	০৯ জন
২৭	নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্হলে এডভোকেট জনাব মনিরুজ্জামানকে পিপি পদে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে ।	০১টি	০১ জন

২৮	ময়মনসিংহ জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি'র নিয়োগাদেশ বাতিলক্রমে তদস্হলে এডভোকেট জনাব বদর উদ্দীন-কে বিশেষ পিপি পদে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে ।	০১টি	০১ জন
২৯	বিভিন্ন জেলা আদালতে নিযুক্ত আইন কর্মকর্তাগণের নিজ খরচে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান।	০২টি	০২ জন
৩০	বিভিন দপ্তর/ করপোরেশন/ বিভাগ/ মন্ত্রণালয় হতে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী প্যানেল আইনজীবীর নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান।	২৬টি	২৬টি
৩১	(ক) U.S. Embassy, Bangladesh, Dhaka. Virtual System (Zoom Platform) অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকা জেলার ৩২ জন আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে। (খ) স্ট্রেংথেনিং রুল অফ ল' প্রোগ্রাম এবং সলিসিটর উইং এর যৌথ উদ্যোগে Virtual System (Zoom Platform) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকার ২০ জন/চট্টগ্রামের ২০ জন/সিলেটে ৪৫ জন/রাজশাহীতে ২০ জন /খুলনাতে ২৫ জন আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে। (গ) United Nations Office on Drugs and Crime অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য ঢাকার ১৭ জন আইন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে। (ঘ) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক সরকারি কৌশুলী (জিপি) ২৫জন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ২৫ জনের Online /Distance learning প্রক্রিয়ায় আয়োজিত ২২তম বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত প্রশিক্ষণার্থী সর্বমোট ৫০ জন মনোনয়ন প্রদান প্রসংগে।	১২ টি	১৯৭ জন
৩২	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা এ বিচারাধীন দ্রুত বিচার মামলা নং-০২/২০২০ (চকবাজার থানার মামলা নং-১৪(১০)/২০১৯ তাং ০৭/১০/২০১৯ইং ধারা- ৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ হতে উদ্ভূত) (আবরার ফাহাদ রাব্বী হত্যা মামলা) পরিচালনার জন্য স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান প্রসংগে।	০১টি	০৬ জন
৩২	জনাব এহসানুল হক সমাজী-কে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা এ বিচারাধীন দ্রুত বিচার মামলা নং-০২/২০২০ (চকবাজার থানার মামলা নং-১৪(১০)/২০১৯ তাং ০৭/১০/২০১৯ইং ধারা- ৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ হতে উদ্ভূত) (আবরার ফাহাদ রাব্বী হত্যা মামলা) এর স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পদ হতে পদত্যাগ প্রদান।	০১টি	০১ জন
৩৩	সমগ্র বাংলাদেশের আইন কর্মকর্তাগণের বেতন বৃদ্ধিকরণ প্রসংগে।	১টি	০১টি
৩৪	ঢাকা জেলার আদালতে নিজ খরচে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবীর অনুমতি প্রদান প্রসংগে।	২টি	০২টি
৩৫	বিবিধ	০৫টি	০৫টি

(ঙ) রিট-১ শাখা

১ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সলিসিটর অনুবিভাগের (রীট-১) শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	সন	প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্তর রায়/ আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (DP/CMP) দায়েরের প্রস্তাব সংখ্যা	মন্তব্য
১।	২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর	৩৩৪টি মামলার মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) এবং মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের করার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।	৩৩৪ জন (AOR) নিয়োগ পূর্বক আপীল/রিভিউ দায়ের করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যাশিত দফতর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করায় কিছু আপীল দায়েরর প্রস্তাব গৃহিত হয়নি। প্রত্যাশিত দফতরসমূহকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে যা পাওয়া মাত্রই নিয়মিত আপিল/রিভিউ দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত রিট মামলার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে মাস ওয়ারী রিট মামলা	দায়েরকৃত মোট রিট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট রিট মামলার সংখ্যা
১।	জুলাই, ২০২০	৭২০	২১
২।	আগস্ট ,২০২০	১৩০১	৩৫৩
৩।	সেপ্টেম্বর, ২০২০	১৪১২	৭৬৫
৪।	অক্টোবর, ২০২০	১১৬৫	৬১৫
৫।	নভেম্বর, ২০২০	১১৫২	৭১৮
৬।	ডিসেম্বর, ২০২০	১১০০	৭০০
৭।	জানুয়ারি ২০২১	১৩৩৪	৭৯৮
৮।	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১৫৫২	৮৩৮
৯।	মার্চ, ২০২১	১১৭০	৬৯২
১০।	এপ্রিল, ২০২১	৪৫২	করোনা মহামারী আদালত বন্ধ

১১।	মে, ২০২১	৮৪০	করোনা মহামারী আদালত বন্ধ
১২।	জুন, ২০২১	৭১২	করোনা মহামারী আদালত বন্ধ
১৩।	জুলাই, ২০২১	৯০০	করোনা মহামারী আদালত বন্ধ
	মোট=	১২৭৫	৫৪৯৯

(চ) রিট শাখা-২

১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত রিট মামলার সংখ্যার বিবরণী:

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	প্রাপ্ত	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন	নিষ্পত্তির হার
১।	সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	১০৪টি	৬৬টি	৩৮টি	১০০%

(ছ) ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠনঃ

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৫.৬ সুশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি

ক) আইন ও বিচার বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ১৬.৩.১ এর নেতৃত্বদানকারী বিভাগ হিসেবে আইন ও বিচার বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রোডম্যাপে চিহ্নিত রয়েছে। উক্ত অভীষ্ট এর মূল বিষয় আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য আইনের সহজগম্যতার পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা। উক্ত অভীষ্ট অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে এ বিভাগ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে এ বিভাগের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

"Reviewing Progress of Implementation of National SDG Action Plan"
Name of Ministry/Division: Law and Justice Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.

SDG Target	SDG Indicator	Project/programme* (listed in column 6.1 and 6.2 of SDG Action Plan)		Status Completed/ Ongoing (PP and FP)**	Project/programme*** (listed in column 7.1 and 7.2 of SDG Action Plan)		Status Completed/ Ongoing (PP and FP)****	New Policy/ Strategy Paper adopted,title (during 7FYP)
		Project Title and Period	Cost in BDT (million)		Project Title and Period	Cost in BDT (million)		
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6	7
16.3 Promote the rule of law at the national and international level and ensure equal access to justice for all	16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms	Programme: 1. Capacity building of Mediators. 2. Capacity building of the Judges of Subordinate Judiciary (July 2017 to June 2020) 3. Strengthening of judicial system for child protection in Bangladesh (January 2018 to December 2021)	(LJD & JICA) 45.96 9.90	Ongoing Ongoing Ongoing	Project: 1. E-Judiciary (July 2021 to June 2025) 2. Strengthening Access to Justice and Legal Reform (July 2020 to December 2024) 3. Establishment of Bangladesh Judicial Academy (July 2021 to June 2023) Programme: a) Rule of Law	2878.57 92.61 209.56	Reconstruction of DPP Ongoing Proposed	1. Framing of rules of ADR 2. Training Manual on ADR 3. Amendment of relevant laws, rules, practices etc.
	16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population	Project: 1. Judicial Reforms and Corruption Prevention		Completed	Project: Strengthening Access to Justice and Legal Reform (July 2020 to December 2024)	92.61	Ongoing	

	16.3.3 Proportion of the population who have experienced a dispute in the past two years and who accessed a formal or informal dispute resolution mechanism, by type of mechanism	Project: Expansion of Legal Aid Services Network a) Human Resource Development (UNDP & BD) (2015 to 2021) b) Justice For ALL (USAID) (2013 to 2018) c) Promoting peace and Justice activity (USAID) (2019 to 2021)		Completed Completed Ongoing	Project: 1. Strengthening Access to Justice and Legal Reform (July 2020 to December 2024) 2. "Establishment of Legal Aid Center in Every District" project	92.61 8.50	Ongoing Proposed	
	16.7.1 Proportions of positions in national and local public institutions, including ....(c) the judiciary, compared to national distributions, by sex, age, persons with disabilities and population groups				Project: 1. Supporting Women and Community in sustainable dispute resolution. (July 2023 to June 2025)	150	Proposed	

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও পরিমাপকঃ

কর্মসম্পাদন চুক্তি সফলভাবে বাস্তবায়ন নির্ভর করে সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে নির্বাচিত কার্যসম্পাদন সূচকের (Key Performance Indicator) উপর। আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ বিভাগের রূপকল্পে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদানকল্পে (১) বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, (২) বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা (৩) ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, (৪) আইনগত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ, (৫) বাল্যবিবাহ বিষয়ে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং (৬) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণকার্য সমাপ্ত ও হস্তান্তর ইত্যাদি বৃদ্ধির মতো কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয় এবং এই ৬ টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অধীন ১৩টি কার্যক্রম ও ২১টি সূচক নির্বাচিত হয়। ২১টি সূচকের মধ্যে ১৯টি সূচকের পরিমাপক 'সংখ্যা', ১টি সূচকের সংখ্যা 'শতকরা হার' এবং ১টি সূচকের সংখ্যা 'দিন' নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল ঃ

- সম্ভাব্য ৯০,০০০ জন বিচারপ্রার্থীকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান;
- বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করে মামলা জট হ্রাস;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে চাহিত সকল মতামত স্বল্পতম সময়ে প্রদান;
- চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন ও সাব-রেজিস্ট্রি ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর
- আদালতে ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

রূপকল্প (Vision)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বল্পতম সময়ে ও ব্যয়ে সুবিচার প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ-

১. বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি
২. বিচারপ্রাপ্তিতে অভিগম্যতা
৩. ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি

৪. আইনগত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ

৫. বাল্যবিবাহ বন্ধে নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান

৬. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কার্য সমাপ্ত ও হস্তান্তর

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন

২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] বিচার ব্যবস্থা সক্ষমবৃদ্ধি;	৯৮	[১.১] বিচার কার্যে সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিচারক	গড়	%	৪	৪১০	৩০৬	২৫	২৩	২১	২০	১৯	২৭	৩০
			[১.১.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৯৫	৮৭	৫৫	৪০	৪০	৩৮	৩৫	৬৫	৯৫
		[১.২] আবাসিক প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ	[১.২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আবাসিক প্রতিনিধি	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪৫	১১৪	৩৩০	২২০	২০০	১৭০	১০৭	৫৫০	৪০০
		[১.৩] ভার্চুয়াল পদ্ধতি সম্পর্কে আইনজীবীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ	[১.৩.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবী	সমষ্টি	সংখ্যা	৩			৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২৫০০	২০০০	৪৫০০	৫০০০
		[১.৪] সঠিক ও যোগ্য প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন	[১.৪.১] মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০		১২৫	৫৫০				৫৫০	৬০০
		[১.৫] বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি	[১.৫.১] মামলা দায়েরের পূর্বে মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	২০০০	১১১৫০	৪৫০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২৫০০	৪৫০০	৫৭০০
			[১.৫.২] মামলা দায়েরের পর মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৬০০০	১০৭৫	১০০০০	১৬০০	৯২০০	৯০০০	৮৭০০	১২০০০	১৭০০০
		[১.৬] আদালত/ট্রাইব্যুনালে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন	[১.৬.১] ডিজিটাল নেটওয়ার্কযুক্ত আদালত	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৫৮	১৪০	২৪০	১৮০	১৭০	১৬০	১৫০	২০০	২০০
		[১.৭] শিশু আইন ২০১৩ ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের উপর বিচারক এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৭.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিচারক/ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	৫৯১	৩৫০	২৮০	২৫০	২২০	২০০	৫২৭	৫৭০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা;	২০	[২.১] গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের সরকারী অর্থে আইনগত সহায়তা প্রদান	[২.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত আবেদনকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৫৭০৫৮	৯২৫২৫	৯২০০০	৯০০০০	৮৮০০০	৮৬০০০	৮৪০০০	৯৫০০০	৯৭০০০
		[২.২] অনলাইনে আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।	[২.২.১] বিভাগ কর্তৃক জেলা পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	০	৭	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১৪
		[২.৩] কল সেন্টারের / হট লাইনের মাধ্যমে আইনী পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান	[২.৩.১] প্রকৃত আইনী সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগী	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৮০০০	১২০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	১০০০০	৭০০০	১৮০০০	২০০০০
		[২.৪] আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন	[২.৪.১] আয়োজিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১১৮	২৩০	৪০০	৫৫৫	৩০০	২৮০	২৫০	৪৫০	৫৭০
		[২.৫] আইনগত সহায়তা প্রদানকারীগণের প্রশিক্ষণ	[২.৫.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩	১১১	২৮০	২৫০	২২৫	২০০	১৮০	৩০০	৩৫০
			[২.৫.২] প্রশিক্ষিত কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	১১৪	৪৮	৪৫	৪২	৪০	৩৮	৫০	৫৫
		[২.৬] উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী	[২.৬.১] প্যানেল আইনজীবীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২০৫	৩০০	২৮০	২৬০	২৪০	২২০	৪০০	৪২০
		[২.৭] আইনের সংগে সম্পর্কিত ও সংঘাতে জড়িত শিশুদের আইনি সহায়তা প্রদান	[২.৭.১] আইনি সেবা প্রদানের হার	গড়	%	২	০	১০০	১০০	৯০	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি;	১০	[৩.১] জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার ও সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (অনলাইন/ অফলাইন/ ইন-হাউস)	[৩.১.১] প্রশিক্ষিত সাব-রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	১০৯	১৫০	১৪০	১৩০	১২৫	১২০	১৬০	১৭০
			[৩.১.২] প্রশিক্ষিত জেলা রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	৩০	৪০	৩৫	৩২	৩০	২৮	৪২	৫০
			[৩.১.৩] প্রশিক্ষিত সহায়ক কর্মচারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	২১১	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২৫০	১৩০০
			[৩.১.৪] প্রশিক্ষিত দলিল লিখক	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	৮৬১	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২৫০	১৩০০
		[৩.২] নিকাহ রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ	[৩.২.১] প্রশিক্ষিত নিকাহ রেজিস্ট্রার	সমষ্টি	সংখ্যা	২		৩৮৬	৪০০	৩৫০	৩০০	২৮০	২৫০	৫০০	৬০০
			[৩.২.২] উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	২		৪৮৪	৪০০	৩৫০	৩০০	২৮০	২৫০	৫০০	৬০০
		[৩.৩] নিবন্ধনকার্য সম্পাদন এবং নিবন্ধিত দলিলের নকলকরণ	[৩.৩.১] রেজিস্ট্রিকৃত দলিল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৩.৫০	২৪.৬০	৩০.০০	২৭.০০	২৬.০০	২৫.০০	২৪.০০	৩১.০০	৩২.০০
		[৩.৪] জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর	[৩.৪.১] হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রি ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩		১০	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১৩
		[৩.৫] জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শন	[৩.৫.১] জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শন এবং পরিদর্শনে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২		১১	১০	৯	৮	৭	৬	১২	১৪

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৪] সরকারের সম্পত্তি, অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাকরণ	১৫	[৪.১] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে মতামত অনুবিভাগ ও সলিসিটর অনুবিভাগ হতে মতামত প্রদান	[৪.১.১] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে মতামত অনুবিভাগ হতে প্রদানকৃত মতামত	গড়	%	৪	৮০	৯৬.৩০	৯০	৮৮	৮৬	৮৪	৮২	৯২	৯৩
			[৪.১.২] সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা, আপীল, রিভিউ ও রিভিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সলিসিটর অনুবিভাগ হতে প্রদানকৃত মতামত	গড়	%	৪			৯০	৮৮	৮৬	৮৪	৮২	৯২	৯৫
		[৪.২] সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়াদি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি দপ্তরসমূহকে পরামর্শ প্রদান (এটর্নী জেনারেল অফিস হতে)	[৪.২.১] প্রদত্ত পরামর্শ	গড়	%	২		১০০	১০০	৯৫	৯০	৮৮	৮৫	১০০	১০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১২	১১					
			[১.১.২] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪	৩	২				
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিস্পত্তিকৃত	গড়	%	২			৮০	৭০	৬০				
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১			২৫.০২.২১	২৫.০৩.২১	২৫.০৪.২১	২৫.০৫.২১			
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘণ্টা	২			৬০	৪০	৩০	২০			
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘণ্টা	১			৫	৪					
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১						

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২			১০০	৯০	৮০				
			[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৫০	৪০	৩০	২০			

*সাময়িক (provisional) তথ্য

গ) আইন ও বিচার বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১ লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.................................৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.............................. ১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)	৬০%	লক্ষ্যমাত্রা	৬০%	৬০%	৬০%	৬০%			
						অর্জন							
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	বিচার শাখা-৮		লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫			
						অর্জন							
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	বিচার শাখা-৮		লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১ লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি............১০													
৩.১ বার কাউন্সিলের সনদ পরীক্ষার বিধিমালা সংশোধন	বিধিমালা সংশোধিত	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/১২/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা		৩১/১২/২০২০	৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.২ The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Ordinance, 1978	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.৩ The Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, 1982	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.৪ The Supre Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance, 1976	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.৫ The Gandhi Ashram (Board of Trustees) Ordinance, 1975	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.৬ The Development Board Laws (Repeal) Ordinance, 1986	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	১	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩১/০৩/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা		-	৩১/০৩/২০২০				
						অর্জন							
৩.৭ (৩.১- ৩.৬) নং ক্রমিকে বর্ণিত আইনসমূহের প্রজ্ঞাপন জারি	ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	৪	তারিখ	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২০২১			
						অর্জন							
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..............................৮													
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০						
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০/০৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০	৩১/১২/২০২০	৩১/০৩/২০২১	৩০/০৬/২০২১			
						অর্জন							
৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	RTI ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ সহকারী প্রোগ্রামার	৩১/১২/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/১২/২০২০						
						অর্জন							
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	RTI ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ সহকারী প্রোগ্রামার	৩০/০৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০	৩১/১২/২০২০	৩১/০৩/২০২১	৩০/০৬/২০২১			
						অর্জন							
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইট হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ সহকারী প্রোগ্রামার	৩০/০৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০	৩১/১২/২০২০	৩১/০৩/২০২১	৩০/০৬/২০২১			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা..................................৩													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩১/১২/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/১২/২০২০						
						অর্জন							
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা	৯০%	৯০%	৯০%	৯০%			
						অর্জন							
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................৯													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	৩	তারিখ	সিনিয়র সহকারী প্রধান		লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-			প্রযোজ্য নয়
						অর্জন							
৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	৩	সংখ্যা	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়নের হার	৩	%	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....................৭													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে	৩	তারিখ	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	৩০/০৯/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০						
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রকাশিত												
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	২৫%	লক্ষ্যমাত্রা				২৫%			
						অর্জন							
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.......................১১													
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত	৩	%	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			
						অর্জন							
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সকল অনুবিভাগ প্রধান	১২	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩	৩	৩			
						অর্জন							
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	সংশ্লিষ্ট সকল অনুবিভাগ প্রধান	৫০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	১০%	১০%	২০%			
						অর্জন							
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	সকল অনুবিভাগ	৫০%	লক্ষ্যমাত্রা		২৫%		২৫%			
						অর্জন							
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	২	%	সকল অনুবিভাগ	২৫%	লক্ষ্যমাত্রা		১২.৫%		১২.৫%			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.................১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য জেলা জজ আদালতে ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন	ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন	৩	সংখ্যা	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১)	১৬ টি	লক্ষ্যমাত্রা	৪	৪	৪	৪			
						অর্জন							
৯.২ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অনলাইন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণকৃত	৩	সংখ্যা	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৯.৩ বিচারকদের শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১)	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৫			
						অর্জন							
৯.৪ কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী	ওয়ার্কশপ আয়োজন	৩	সংখ্যা	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৯.৫ প্যানেল আইনজীবীদের শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	..	৩০	.			
						অর্জন							
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান..৩													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৩০ জুন ২০২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/ ২০২১			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন.....................................২													
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি	২	সংখ্যা ও তারিখ	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২)	৪ ও ৩০/০৯/২০২০ ৩১/১২/২০২০ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০২০	৩১/১২/২০২০	৩১/০৩/২০২১	৩০/০৬/২০২১			
						অর্জন							
১২. অর্থ বরাদ্দ.....................................৩													
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	যুগ্ম সচিব (বাজেট)	৭	লক্ষ্যমাত্রা				৭			
						অর্জন							
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....................................৮													
১৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৯/০৭/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৯/০৭/২০২০						
						অর্জন							
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল	১৫/১০/২০২০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫/১০/২০২১	১৫/০১/২০২১	১৫/০৩/২০২১	১৫/০৬/২০২১			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত			পয়েন্ট কর্মকর্তা	১৫/০১/২০২১ ১৫/০৩/২০২১ ১৫/০৬/২০২১	অর্জন							
১৩.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০/১০/২০২০ ১০/০১/২০২১ ১০/০৩/২০২১ ১০/০৬/২০২১	লক্ষ্যমাত্রা	১০/১০/২০২১	১০/০১/২০২১	১০/০৩/২০২১	১৫/০৬/২০২১			
						অর্জন							

ঘ) আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক Unit	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	২৩-৮-২০২০	২৬-৮-২০২০	৩০-৮-২০২০	০১-৯-২০২০	০৫-৯-২০২০
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদ কাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রূপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩	২৩-৮-২০২০	২৬-৮-২০২০	৩০-৮-২০২০	০১-৯-২০২০	০৫-৯-২০২০
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১০-৯-২০২০	১৪-৯-২০২০	১৮-৯-২০২০	২২-৯-২০২০	২৮-৯-২০২০
			১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২	১০-৯-২০২০	১৪-৯-২০২০	১৮-৯-২০২০	২২-৯-২০২০	২৮-৯-২০২০
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৬	৫	৪	৩	২
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	২	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৪	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	৭ লাখ				
			৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	২	১			

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক Unit	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			কর্মশালা/ সেমিনার								
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	২৫	২২	২০	১৮	১৫
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	২	২৫	২২	২০	১৮	১৫
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৮	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজন	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
৮	উদ্ভাবনী	৭	৮.১ ন্যূনতম	৮.১.১ বাস্তবায়নের		৭		১৬-	২০-৬-	২৫-	৩০-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক Unit	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন		একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ		১০-৬-২০২১	৬-২০২১	২০২১	৬-২০২১	৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	৫	৪	৩	২	১
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৫	৪	৩	২	১
১০	তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক Unit	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	৩০-৮-২০২০	৪-৯-২০২০	৮-৯-২০২০	১১-৯-২০২০	১৬-৯-২০২০
			১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	২	৫	৪	৩	২	১
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক Unit	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	প্রকাশিত							
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১

৫.৭ আইসিটি সেল

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্তরের ২০২০-২১ সনের কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

কার্য পরিধি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি												
জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতিবেদন (Judicial MIS Report)	আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লিখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়												
		জুলাই ' ২০	আগস্ট ' ২০	সেপ্টেম্বর ' ২০	অক্টোবর ' ২০	নভেম্বর ' ২০	ডিসেম্বর ' ২০	জানুয়ারি ' ২১	ফেব্রুয়ারি ' ২১	মার্চ ' ২১	এপ্রিল ' ২১	মে ' ২১	জুন ' ২১
	সাধারণ	৫৭	৭৩	১২০	১১৯	১২৪	১৮৬	৯৪	৭৪	১৫২	৪০	৩১	১২৬
	বাজেট ও উন্নয়ন	৬১	৮১	৭৯	১৯৯	২২৪	২৫৭	১৬৫	১৪৮	২০৯	১৯	১৩১	১৮১
এমআইএস চার্ট (MIS Chart)	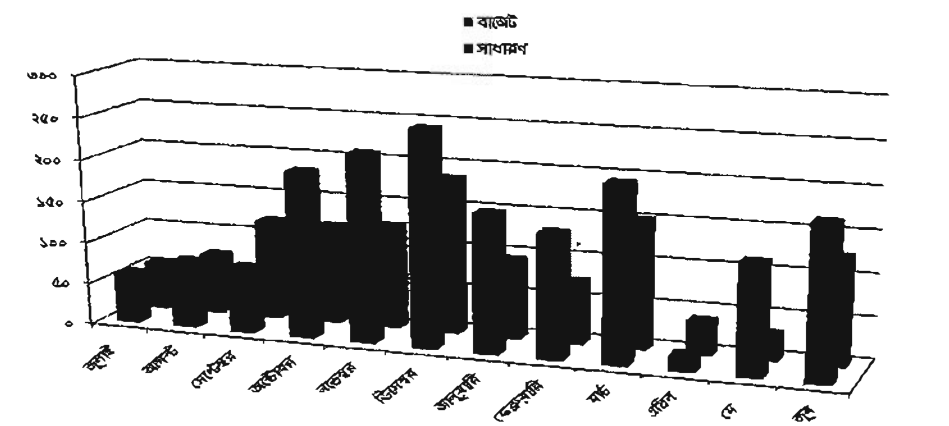												

ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন	**ভিডিও কনফারেন্স** আইন ও বিচার বিভাগের ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। **ই-জুডিসিয়ারি** সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করার জন্য কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **অন্যান্য** এছাড়াও ভার্চুয়াল কনফারেন্স বিষয়ক শীর্ষ স্থানীয় অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex ইত্যাদি ব্যবহার করে সভা আয়োজন, সিআরভিএস ব্যবস্থাপনা, রেজিস্ট্রেশন ফি অনলাইনে প্রদান, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অনলাইন আবেদন কার্যক্রম চলমান আছে।
সুশাসন এবং ওয়েব-পোর্টাল	সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সময় সময় গৃহীত পদক্ষেপের তথ্যসমূহ আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েব-পোর্টালে লিংক আকারে সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত লিংকসমূহের তালিকাঃ ➢ তথ্য অধিকার (Right to Information) ➢ কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা (Annual Performance Management) ➢ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) ➢ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System) ➢ ইনোভেশন (Innovation) উক্ত লিংকসমূহে বিষয়ভিত্তিক নীতিমালা, পরিপত্র, কমিটি, কর্ম-পরিকল্পনা, কার্যক্রম, প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।
জনবল ও প্রশিক্ষণ	আইসিটি সেল দপ্তরে ০৩টি ক্যাটাগরির ০৪টি অনুমোদিত পদের মধ্যে প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর সহ মোট ০৪ জন জনবল কর্মরত রয়েছে।
আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ	নেটওয়ার্ক ক্যাবল (UTP LAN Cable): ০১ বক্স/ ৬০০ মিটার রাউটার (Router): ৫টি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার (Network Adapter) : ৫টি

ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনাঃ

আইন ও বিচার বিভাগের ই-নথি বাস্তবায়নের ২০২০-২১ অর্থবছরের তথ্যের ছক নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

মাস	ডাক		নথি			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন নোট			পত্রজারির সংখ্যা
	গৃহীত	নিষ্পন্ন	স্ব-উদ্যোগে সৃজিত নোট	ডাক থেকে সৃজিত নোট	নোটে নিষ্পন্ন	আন্তঃ সিস্টেম	ই-মেইল ও অন্যান্য	মোট	
জুলাই	১৯৫	৪	০	৩	১	০	০	০	০
আগস্ট	১৮৯	২	০	১	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর	১৮৫	৪	৩	০	৪	০	৩	৩	৩
অক্টোবর	১৯১	০	০	০	০	০	০	০	০
নভেম্বর	১৭৮	০	০	০	০	০	০	০	০
ডিসেম্বর	১৫২	৩	০	০	২	০	০	০	০
জানুয়ারি	২৬০	১৩	৫	৫	০	৩	৪	৭	৮
ফেব্রুয়ারি	২৮৬	৩৭	৩	১৯	৪	১৪	০	১৪	১৪
মার্চ	২০৬	২৬	০	৩	০	২	২	৪	৪
এপ্রিল	২৪	০	২	০	০	০	০	০	০
মে	৫৩	০	০	০	০	০	০	০	০
জুন	১৬২	১	০	১	১	০	০	০	০

৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদ্যাপনের লক্ষ্যে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির গত ২৮.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রসংখ্যা- জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি/২০১৯/০২৫ (৪৪) মূলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ১৩.০৫.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১টায় একটি সভা আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীর কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য গত ২০.০৫.২০১৯ খ্রিঃ এবং ০৪.০৭.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বরাবর প্রেরণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে এবং তদারকিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়:

১। উপদেষ্টা কমিটি

২। কো-অর্ডিনেশন কমিটি

৩। অনুসন্ধান কমিটি (১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আইন ও বিচার সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর প্রধান প্রধান নীতিনির্ধারণী কার্যাবলি অনুসন্ধান)

৪। পুস্তিকা প্রণয়ন কমিটি (১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রণীত আইন, ঘটনাপ্রবাহ, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকা- বিষয়ক)

৫। ডকুমেন্টারি/তথ্যচিত্র বিষয়ক কমিটি

৬। সেমিনার আয়োজন কমিটি

৭। মুজিববর্ষের কর্মসূচি পালনের জন্য ক্যালেন্ডার প্রস্তুত কমিটি

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির গত ২৫.০৯.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের জ:শ:উ:/বাস্তবায়ন কমিটি/ কর্মপরিকল্পনা-০১/২০১৯/২৬৫ নং স্মারকমূলে আইন ও বিচার বিভাগকে অবহিত করা হয় যে এ বিভাগের জন্য নিম্নবর্ণিত ৪টি কর্মপরিকল্পনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

১। জাতীয় শোক দিবস পালন

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকা-, কুখ্যাত অবৈধ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ (ইনডেমনেটি অর্ডিন্যান্স) সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠান

৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের নির্মমতা ও সাক্ষীদের জবানবন্দী সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠান

৪। ২৮ এপ্রিল ২০২০ 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস'-এর সকল কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গকরণ।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির গত ২৫.০৯.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত ৪টি কর্মপরিকল্পনার বাইরেও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের জন্য অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গত ০১.০১.২০২০ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইন ও বিচার বিভাগে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কর্মসূচিসমূহ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

কর্মসূচি-১: জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন

কর্মসূচি-২: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্মম হত্যাকান্ড, কুখ্যাত অবৈধ দায়মুক্তি অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) ও তদন্ত সহ হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পর্কিত জাতীয়/ আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন

কর্মসূচি-৩: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার উপর আইন-আদালতভিত্তিক তথ্যনির্ভর একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ

কর্মসূচি-৪: জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস, ২৮ এপ্রিল ২০২০ এর সকল কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে উৎসর্গকরণ

কর্মসূচি-৫: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রকাশ

কর্মসূচি-৬: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় ও অনাথ শিশুদেরকে খাবার পরিবেশন সংক্রান্ত সেবামূলক কর্মসূচি

কর্মসূচি-৭: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

কর্মসূচি-৮: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন উপলক্ষে দেশের প্রতিটি আদালতে বেলুন উড়ানো, র‍্যালি, কেককাটা কর্মসূচি

কর্মসূচি-৯: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শনের জন্য এলইডি মনিটর স্থাপন এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন

বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ

১। জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগ এবং সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ, আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তরে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাসময়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করা হয়।

দেশব্যাপী করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' এর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়। এ ভার্চুয়াল শোকসভায় বাংলাদেশের সাবেক মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির সহ উভয় বিভাগ এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য প্রদান করেন।

একই সাথে সারাদেশে জেলা ও মহানগর পর্যায়ের আদালতে বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে মাহফিল ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন সারাদেশের জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহেও যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' এর কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

২। অসহায় ও অনাথ শিশুদেরকে খাবার পরিবেশন

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকার তেজগাঁওস্থ সরকারি শিশু পরিবারের অসহায় ও অনাথ শিশুদের মাঝে খাবার পরিবেশন করা হয়। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার মহোদয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

৩। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস এর সকল কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে উৎসর্গকরণ

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২০' এর সকল কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু দিবসটি উদযাপনের আগেই দেশে করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে সরকারি অফিসমূহে সাধারণ ছুটি ঘোষিত হওয়ায় 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২০' উদযাপন করা সম্ভবপর হয়নি। ২০২১ সালেও করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে দিবসটি উদযাপিত হয়নি। তবে ২০২১ সালে দিবসটির তাৎপর্য উপলক্ষে চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, The Daily Star) বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার-এর বাণী প্রকাশিত হয়।

৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার

আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও অধঃস্তন আদালতের সকল দাপ্তরিকপত্র, জিও, প্রজ্ঞাপনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। একই সাথে আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও অধঃস্তন আদালতের স্টেশনারি সামগ্রিতে (ফাইল কভার, ইনভেলপ ও খাম) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫। পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' বাস্তবায়ন

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' বাস্তবায়নের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সময়াবদ্ধ বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা ও সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

ক) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

খ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জনহিতকর কার্যক্রম হিসেবে জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক সেশন পরিচালনা এবং আইন সম্পর্কিত বিতর্ক বা কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। লিগ্যাল এইড সেবাকে জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে আইনগত সেবা প্রদান করছে।

৭. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট থেকেছে। আইন ও বিচার বিভাগ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী এর অধীনস্ত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার, নিবন্ধন অধিদপ্তর, বার কাউন্সিল, অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয় প্রভৃতি অধিদপ্তর ও সংস্থার প্রতি সময় সময় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা জারী করাসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

ক) মনিটরিং সেল গঠন : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি মহোদয়ের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সারাদেশের বিচারক, সহায়ক কর্মচারীদের বিষয়ে খোঁজখবর রাখা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত মার্চ মাসে আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১ ও ২) এর সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার মহোদয় নিয়মিত মনিটরিং সেলের খবরাখবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করেন। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বিচারকগণের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ভোলার জেলা ও দায়রা জজ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে মাননীয় আইনমন্ত্রী নিজে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীসহ আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, স্বাস্থ্য বিভাগের ডিজি'র সাথে যোগাযোগ করে মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঢাকায় এনে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগে করোনা আক্রান্ত দিনাজপুরের জেলা ও দায়রা জজ কে ঢাকায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়।

খ) ভিজিলেন্স কমিটি গঠন : করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে আইন ও বিচার বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য ২ জুন ২০২০ তারিখে একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এই ভিজিলেন্স কমিটি আইন ও বিচার বিবাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত মনে করিয়ে দেওয়াসহ তারা স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটর করছে।

গ) 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন' কার্যক্রম : কোভিড-১৯ এর বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের দৃশ্যমান স্থানে 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন / Wear Mask, Get Service' লিখিত ব্যানার লাগানো হয়েছে। এছাড়া অধীনস্থ অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমুহের সামনে

দৃশ্যমান স্থানে 'মাস্ক পরিধান ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ/No Mask, No Entry অথবা 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন / Wear Mask, Get Service' লিখিত ব্যানার লাগানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ) মাস্ক পরিধান : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাস্ক পরিধানের জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ঙ) ঘন ঘন হাত ধোয়া : ঘন ঘন হাত ধোয়ার জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ওয়াশরুমগুলোতে পর্যাপ্ত সাবান, হ্যান্ডওয়াশ রাখা হয়েছে।

চ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা : সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাপ্তরিক কাজ করার জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়েছে।

ছ) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পালন নিশ্চিতকরণ : করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জ) সীমিত আকারে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর প্রাদুর্ভাবজনিত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটির সময়ে আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে রোটেশন ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ঝ) ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা অফিস পরিচালনা : প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের গত ২৯.০৩.২০২১ তারিখের ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪ নং পত্রসংখ্যার নির্দেশনা মোতাবেক আইন ও বিচার বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা পরিচালনা করা হয়।

ঞ) মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পালন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি : আইন ও বিচার বিভাগে গত ৩১.০৩.২০২১ তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৪.২০.২৩০ নং স্মারকের পত্রে আইন ও বিচার ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পালনের অনুরোধ জানানো হয়।

ট) করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালন : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত গত ০৪.০৪.২০২১ তারিখের পত্রের নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে জারিকৃত পত্রসমূহের ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর এবং সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জিত সাফল্য

৮. নিবন্ধন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দলিল নির্ভুল থাকলে ভূমির মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের অধস্তন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম রেজিস্ট্রেশন. আইন, ১৯০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন অফিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনক্রমে গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৯৪১টি নতুন পদ সৃজনসহ জানুয়ারি ২, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এক ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকার নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এই বিভাগের অগ্রযাত্রায় নতুন গতি ও মাত্রা সৃষ্টি করেছে। জেলা রেজিস্ট্রার এবং রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের পরিদর্শকগণের বেতনক্রম একধাপ উন্নীত করে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ এবং ৫ম গ্রেড করা হয়েছে। ডিআইজিআর এবং অতিঃ আইজিআর হিসেবে নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

ভৌতকাঠামোঃ মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর অফিস ভবন নির্মাণ/পুন:নির্মাণের বিষয়ে একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জেলা-রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য নিজস্ব বিভাগীয় ভবন নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে অবশিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনসমূহ নির্মাণ/পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প 'নিবন্ধন দপ্তরসমূহের উন্নয়ন' অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২০-২১ সালে ১৯টি রেজিস্ট্রি অফিস ভবন সম্পন্ন হয়েছে।

জনবল সংকট নিরসনঃ ইতোমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে ৭০ সনের নাম সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত ৭০ জনের মধ্যে ইতোমধ্যে ৬৪ জন কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেছেন। বর্তমানে স্বল্প সংখ্যাক সাব রেজিস্ট্রারের পদ শূন্য আছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বালাম বহির সংকট নিরসনঃ দীর্ঘদিনের বকেয়া দলিল হালনাগাদকরণের নিমিত্তে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) বালাম বহি ও অন্যান্য ফরমাদি মুদ্রণ ও বাধাইক্রমে সরবরাহের নিমিত্ত বিজিপ্রেসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সারাদেশের চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হবে। এতে দেশের জনগণকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল ফেরত প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সকল সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বকেয়া নকল কাজ তরান্বিতকরণের জন্য বালাম বহির সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হবে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণঃ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পেশাগত বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ খাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ১০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোভিড-

১৯ অতিমারীজনিত কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের জোর দেয়া হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৪ জন জেলা রেজিস্ট্রার, ২৫০ জন সাব-রেজিস্ট্রার, ২২৩০ জন সহায়ক কর্মচারী, ১১০৭ জন দলিল লেখক এবং ৫০০ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

নকলনবীশগণের পারিশ্রমিক পরিশোধঃ নকলনবীশগণের দীর্ঘদিনের বকেয়া পারিশ্রমিক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭৭ কোটি টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নকলনবীশরা যাতে প্রতিমাসে যথাসময়ে পারিশ্রমিক পেতে পারে তদবিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১ জুলাই রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের নকল কাজের পারিশ্রমিক এই তহবিল থেকে মিটানো হচ্ছে।

রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও আদায়কৃত রাজস্বের পরিসংখ্যানঃ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	দলিল সংখ্যা
২০২০-২০২১	৯৩৩৯,৪১,৪০,৫৪৪/-	২৯৫৩,৪৪,৮৯,২২৬/-	১২২৯২,৮৬,২৯,৭৭০/-	৩৪,৭৪,৬৯৬

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরকরণ: দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করার নিমিত্ত 'দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচী আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সেবা কার্যক্রম বর্তমান অবস্থান থেকেই সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দলিল রেজিস্ট্রেশনের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধার্থে অধিকাংশ জেলাধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে অন-লাইন পেমেন্ট পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার করসহ অন্যান্য করাদি আদায় করা হচ্ছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সারাদেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ই-রেজিস্ট্রেশন: ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য "ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প" গ্রহণ করা হয় এবং এই সমীক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুন, ২০২১ সালে এই সমীক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে প্রতিবেদন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা হলে কোনরকম জটিলতা ছাড়াই নির্ভুলতার সাথে দলিলের দাতা এবং গ্রহীতা রেজিস্ট্রেশন কার্য সম্পন্ন করতে পারবে। এর ফলে সরকারী রাজস্ব আদায়ও গতিশীলতা পাবে। সারা দেশের রেকর্ড রুমে রক্ষিত বালাম বহি সমূহ আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অনলাইন ব্যবস্থায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু হলে জনগণ সহজেই নিবন্ধন কার্য সম্পাদন সহ নিবন্ধিত দলিলের অনুলিপি তাৎক্ষনিক সংগ্রহ করতে পারবে।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে সিভিল আপিল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারির মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করা হয়। এরপর ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কমিশন নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়:

(ক) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি এর চেয়ারম্যান ও হবেন;
(খ) প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক;
(গ) অ্যাটর্নি জেনারেল, পদাধিকারবলে;
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;
(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;
(ছ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের একজন ডীন অথবা অধ্যাপক;
(জ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, পদাধিকারবলে;
(ঝ) জেলা জজ, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

কমিশনের দায়িত্ব

- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগ অথবা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যেকোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে, সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা।

- শিক্ষানবিস সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজনকরাসহ প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

১। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ১৬.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের বিচার-১/কন-১/২০০৭-৩১ নং স্বারকমূলে ১০০টি সহকারী জজের শূন্য পদে প্রার্থী বাছাইক্রমে নিয়োগ নিমিত্ত সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য অত্র কমিশনকে অনুরোধ করা হলে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত ১৩শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৯ এর প্রিলিমিনারী ও লিখিত পরীক্ষা যথাসময়ে গৃহীত হয়। গত ১৯.০৩.২০২০ থেকে ১৮.০৪.২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১৩শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৯ এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সময় নির্ধারণ করা হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে উক্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়, যা পরবর্তীতে গত ২৩.১০.২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০২.১১.২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ও ০৫.১২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১২.১২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ১০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০.০১.২০২১ খ্রিঃ। উক্ত তারিখে নির্ধারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কমিশন সচিবালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যা কমিশন সচিবালয় কর্তৃক গত ২৪.০২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর সাময়িকভাবে মনোনীত ১০০ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ (সহকারী জজ) এ নিয়োগ নিমিত্ত সুপারিশ যথারীতি গত ০৭.০৩.২০২১ খ্রিঃ আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের গত ১৯.০২.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১১৭তম সভায় ১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২০ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে উক্ত সময়ে পরীক্ষা আয়োজন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ১৩.০৯.২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১৪৯ জন। গত ০৩.০২.২০২১ ও ০৪.০২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে কমিশন সচিবালয়ে উক্ত বিভাগীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলাফল গত ১৪.০৩.২০২১ খ্রিঃ তারিখে কমিশন সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় গত ১৭.০৬.২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ করা হয়।

৩। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ১৫.১২.২০১৯ খ্রিঃ তারিখের বিচার-১/কন-১/২০০৭-১১৪০ নং স্বারকমূলে ১০০টি সহকারী জজের শূন্য পদে প্রার্থী বাছাইক্রমে নিয়োগ নিমিত্ত সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য অত্র কমিশনকে অনুরোধ করা হলে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের নিমিত্ত গত ১৯.০১.২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে উক্ত সময়ে ১৪শ বিজেএস পরীক্ষা, ২০২১ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আয়োজন সম্ভব হয়নি । অনলাইনে আবেদন অনুযায়ী উক্ত পরীক্ষায় মোট আবেদনকারী সংখ্যা ছিল ৯১২১ জন।

৪। কমিশনের ২০২০ সালে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ ও বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্রসহ বার্ষিক প্রতিবেদন গত ২১.০৩.২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনসহ সার-সংক্ষেপের ছায়ালিপি গত ০৭.০৪.২০২১ খ্রিঃ তারিখে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সার্বিক কার্যক্রম/চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ থাকায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যগণের পক্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব না হওয়ার বিষয়টি অবগত করে সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা বরাবর গত ১২.০৪.২০২১ খ্রিঃ ই-মেইল প্রেরণ করা হয়।

৫। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য গত ০১.০৩.২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪.০৩.২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কমিশন সচিবালয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন করা হয় এবং শৃঙ্খলা, আচরণবিধি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে পরীক্ষার ফি, ভাড়া অনাবাসিক, সরকারি যানবাহন ব্যবহার ও বিবিধ খাতে প্রাপ্ত মোট ১,০১,৮৫,৬৯০/- (এক কোটি এক লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত নব্বই মাত্র) টাকা সরকারি খাতে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৭। রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতি নির্মূলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২১ বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রতি তিনমাস পরপর আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮। মুজিব বর্ষকে (২০২০) সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অফিস ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ দূষণ রোধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা, রোগ বালাই হতে পরিত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৯। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থেকে সহকারী জজ পদে নিয়োগ নিমিত্ত বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা, আর্থিক স্বচ্ছতা রক্ষায় সরকারি ক্রয় নীতিমালার অনুসরণ এবং অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১০.বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনে বর্ণিত পেশাজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরেও ইনস্টিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সরকারি কৌসুলি ও পাবলিক প্রসিকিউটরসহ আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউটকে আরোও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গত অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:
২০২০-২০২১ অর্থবছরে সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং বিভিন্ন স্তরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ, অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দ এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌসুলিদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ২৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্সসমূহের মাধ্যমে ৬৮৩ জন পুরুষ ও ১৬৯জন মহিলাসহ মোট ৮৫২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৯১ জন বিচারক, ৪০ জন পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌসুলিসহ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন।

অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান :
করোনাজনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইনস্টিটিউট গত অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজন করেছে।

ইনস্টিটিউটে ২(দুই) দিন সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ:
ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সদাশয় সরকার প্রশিক্ষণ চলাকালীন বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এবং প্রশিক্ষণবিহীন সময়কালে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণে সম্মতি প্রদান করেছেন।

ইনস্টিটিউটের ৬ষ্ঠ তলায় Roof Top Garden নির্মাণঃ

অত্র ইনস্টিটিউটে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণকে পড়াশুনার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি আনয়নের জন্য সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণের লক্ষ্যে অত্র **ইনস্টিটিউটের** ইনস্টিটিউটের ৬ষ্ঠ তলায় Roof Top Garden নির্মাণ করা হয়েছে। অবসর সময়ে সহজেই প্রশিক্ষণার্থীগন এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটাতে পারেন।

আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাক্রয়ঃ

২০১৮ সালের আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী ইনস্টিটিউটে ১৭টি জনবলের সেবা ক্রয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে উক্ত সেবা ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ল্যাপটপ ক্রয়ঃ

ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণের আইটি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে।

অনলাইন রিপোর্ট ক্রয়ঃ

ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন, অনুষদ সদস্যসহ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য Updated Law Report, সমূহের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি ই-লাইব্রেরী বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে একটি Online Law Report Subscribe করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ঃ

ইনস্টিটিউটের ১০ তলায় অবস্থিত নবনির্মিত ডরমিটরীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

LED Sign স্থাপনঃ

ইনস্টিটিউটকে সহজে সকলের নিকট পরিচিত করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সম্মুখভাগে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামাঙ্কিত একটি দৃষ্টিনন্দন LED Sign স্থাপন করা হয়েছে।

নতুন পতাকা স্ট্যান্ড স্থাপনঃ

ইনস্টিটিউটের পুরাতন পতাকা স্ট্যান্ডটি অপেক্ষাকৃত ছোক আকৃতির হওয়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলে তা দূর হতে দেখা যেতে না। এতদপ্রেক্ষিতে গত অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সম্মুখদিকে একটি বৃহদাকার পতাকা স্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এখন দূর হতেও ইনস্টিটিউটে উত্তোলিত পতাকা দৃশ্যমান হয়।

১১. মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার

মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার অফিসের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২ (দুই) টি অবলুপ্ত কোম্পানী যথা ঃ-

১ । ১২/০৩/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অরনেট সার্ভিসেস লিঃ ।
২ ।১১/১২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্সট্রুমেন্টস লিঃ ।
৩ । ২৯/০৪/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং-৪৩/২০০৭, ভ্যানটেইজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এবং
৪ । ১২/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশে কোম্পানী ম্যাটার নং- ১০৫/২০০০, ইসলামিক ট্রেড এন্ড কমার্স লিঃ কে অবলুপ্ত ঘোষনা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত ৪ (চার) টি কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট-এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী সংক্রান্ত বেঞ্চের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলছে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট, ১৯১৩, অফিসিয়াল ট্রাস্ট্রি এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট- এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৭ (সাত) টি এস্টেট এবং ৪ (চার) টি ট্রাস্ট্র এর কার্যক্রম চলমান আছে। এসব এস্টেট এবং ট্রাস্ট্রের মোট আয়ের উপর সরকারি ২% কমিশন টাকা সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।

হেমেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় হতে স্থানীয় জনগনের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতায় প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

১২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনি কাঠামোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বিচার পেতে অসমর্থ প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবি জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- সরকারি খরচে অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে সরকারি খরচে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা;
- মামলা দায়ের করার পূর্বে আপোস-মিমাংসার মাধ্যমে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আদালত থেকে প্রেরিত মামলাসমূহ মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিনামূল্য ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ।

মামলায় আইনি সহায়তা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলা জজকোর্টে অবস্থিত ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৪,৫৮০ জন অসহায়,দুস্থ মানুষকে মামলায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। যার মধ্যে ১২,৪০২ জন নারী, ১১,৯৭০ জন পুরুষ এবং ২০৮ জন শিশু ।

আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির আইনগত ক্ষমতা প্রদান করে। ২০১৫ সালের ০৯ ফেব্রুয়ারী আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে। এর মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ২০১৫ সালের জুলাই মাস হতে জেলা পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন। সরকারি এ সেবার মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা পূর্ব বিরোধ (প্রি-কেইস) এবং চলমান মামলায় (পোস্ট কেইস) মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৫,৭৭৫ টি (প্রি কেইস+পোস্ট কেইস) উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ২৮,৫১৩ জন উপকারভোগীকে সফলভাবে বিরোধ ও মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পেরেছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আইনগত দাবী/পাওনার প্রেক্ষিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বমোট ২৪,৮৪,৬০,২৩২/- (চব্বিশ কোটি চুরাশি লক্ষ ষাট হাজার দুইশত বত্রিশ) টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার এ উদ্দেশ্যে গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯এ ধারা সংশোধন করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আদালত থেকে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারকে মামলা পাঠানোর ক্ষমতা প্রদান করে।

কারাবন্দীদের আইনগত সহায়তা লাভ

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় অনেক কারাবন্দি কারাগারে অসহায় জীবনযাপন করছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০২০-২১ অর্থবছরে কারাগারে আটকে থাকা ৮,৫৭২ জন অসহায় কারাবন্দিকে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচারে প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০" এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কলসেন্টার থেকে ৬,৭৬৭ জন নারী, ২২,৩০১ জন পুরুষ, ৪৯৬ জন শিশুসহ মোট **২৯,৫৮৪ জনকে** বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে আইনি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনগত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, করোনাকালীন পরিস্থিতির মধ্যেও আইনি সেবা প্রদান কার্যক্রম সচল রাখার উদ্দেশ্যে সংস্থা জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার '১৬৪৩০' এর সেবা কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থায় ২৪ ঘন্টা চালু রেখেছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ২০১৩ সালে ঢাকার শ্রম আদালতে ও ২০১৬ সালে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করেছে। এ দু'টি সেল থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩,২০৫ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নোটিশের মাধ্যমে ৩৫২ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ **১,৭২,২১,০৯৩/-** (এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ একুশ হাজার তিরানব্বই) টাকা আদায় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশে বিদ্যমান সকল শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপিত হবে।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস

২০১৫ সালের পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে শুধুমাত্র জেল আপীল মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে ৭০টি মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং এ অফিস থেকে ২,১৪১ জনকে আইনি পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রদান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর অংশ হিসেবে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৩৮ জন কর্মকর্তা, ৪২১ জন কর্মচারী এবং ১,৩২৮ জন প্যানেল আইনজীবীকে দক্ষতাবৃদ্ধি/ নৈতিকতা ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন

সরকারি আইনি সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে সংস্থা ৬৪ টি জেলায় প্রচারণামূলক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৫৯ টি সেমিনার/কর্মশালা/উঠান বৈঠক/গণশুনানী/ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ৩০,০৭৯ **জনকে আইনি সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।** গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির সহযোগিতায় নিয়মিতভাবে লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

এপিএ ও শুদ্ধাচার কৌশল ২০২০-২১ বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা** প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রথম সারিতে অবস্থান করছে।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ (২০২০-২১ অর্থ বছর)

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা	হট লাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	২৫৪৩৬	২৪৫৮০	১৫৭৭৫		৬৫৭৯১	২৪,৮৪,৬০,২৩২/-
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	২১৪১	৭০			২২১১	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি- "১৬৪৩০"	২৯৫৮৪				২৯৫৮৪	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১৯৬৭	৬৮৩	৫৫৫		৩২০৫	১,৭২,২১,০৯৩/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					১,০০,৭৯১ (এক লক্ষ সাত শত একানব্বই)	২৬,৫৬,৮১,৩২৫/- (ছাব্বিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত পঁচিশ) টাকা

লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং শ্রমিক আইন সহায়তা সেল এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যানঃ

অফিস	নিষ্পত্তিকৃত মামলা (সংখ্যা)	নিষ্পত্তিকৃত এডিআর (সংখ্যা)
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	১,৪২২	১৩৭৮২
শ্রমিক আইন সহায়তা সেল	৪৮	৩৫২
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	৫২	
মোটঃ	১,৫২২ টি	১৪,১৩৪টি

নোট: ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,৫৭২ জন কারাবন্দীকে ৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে ২৫-০৩-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। ২২-০৩-২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ নামে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে নামকরণ করা হয়। চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম এবং অপর দুজন সদস্য হিসাবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব আমির হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবু আহমেদ জমাদার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পরিচালিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, ০২ (দুই) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ০৩ (তিন) জন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টারের কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত।

সহায়ক কর্মচারী

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূন্য রয়েছে।

প্রসিকিউশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ১৯ (ঊনিশ) জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৩ (তিন) জন অ্যাটর্নি জেনারেল, ০৯ (নয়) জন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ০৭ (সাত) জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এর পদমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২০ (বিশ) জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার ০২ (দুই) জন আইজিপি পদমর্যাদায়, ০১ (এক) অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যাদায়, ০৫ (পাঁচ) জন অতিরিক্ত এসপি পদমর্যাদায়, ০৮ (আট) জন এএসপি পদমর্যাদায় এবং ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদা সম্পন্ন।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফর্মাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়ে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বমোট ০৪ (চার) টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৫ (পয়ঁত্রিশ) টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান রয়েছে (বিডি কেস ২৯ টি, মিস কেস ০৬ টি)।

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনাঃ সারাদেশে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রমণ ঝুকি এড়াতে যথাযথস্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক সামাজিক ও শারীরিক দূরুত্ব বজায় রেখে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মোট নিস্পত্তিঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের একমাত্র ট্রাইব্যুনাল যেখানে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ও মানবতাবিরোধী অপরাধসহ আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার কাজ চলছে। ২০১০ সালের ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪২টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত অপরাধীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬ জন অপরাধীনর সকল আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃত্যুদন্ড কার্কর করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় অর্ধশত বছর পরে আন্তর্জাতিক মানের ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ও মানবতাবিরোধী অপরাধসহ আন্তর্জাতিক মানের বিচার বিশ্বে ব্যপক প্রশংসা লাভ করছে।

মোট বিচারাধীন মামলাঃ বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আরও ৩৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে যার মধ্যে বিডি কেস ৩০টি এবং মিস কেস ০৬টি।

ট্রাইব্যুনাল ভবনে প্রকল্প গ্রহণঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর মূল ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত অর্থবছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের মূল অবয়ব ঠিক রেখে Retrofitting এর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই অন্তর্বতীকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর বিচারিক কাজ অব্যাহত রাখতে মূল ট্রাইব্যুনাল ভবন এর পাশে অস্থায়ী সেড (অস্থায়ী সেড নং-১ ও অস্থায়ী সেড নং-২) এর

নির্মাণ করা প্রায় শেষ পর্যায়ে। অস্থায়ী সেড নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে ট্রাইব্যুনাল ভবনের Retrofitting এর কাজ দ্রুত শুরু হবে।

জাতির পিতার অঙ্গীকার ও জাতির কলঙ্কমোচনঃ ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি ফরিদপুরের বোয়ালমারীর আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে প্রথম মৃত্যুদন্ড দিয়ে ট্রাইব্যুনালের রায় দেয়া শুরু হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনালের ৪২তম রায় প্রচার হয় যেখানে তিনজনের যাবজ্জীবন, পাঁচজনের ২০ বছর করে কারাদন্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠনসহ মানবতা বিরোধী অপরাধের উপযুক্ত বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতার অঙ্গীকার রক্ষায় ও বাঙালি জাতির কলঙ্কমোচনে কাজ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসানঃ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার স্বাধীনতার তিন যুগ পার হলেও সম্ভব হচ্ছিল না। বর্তমান সরকার সকল ধরণের দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ২০১২ সালে ২২ মার্চ আরেকটি ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি জাতির দীর্ঘকাল ধরে বয়ে বেড়ানো কলঙ্ক কিছুটা হলেও মোচন হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে রেরিয়ে এসে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাইজেশনঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর সকল রায় ট্রাইব্যুনাল এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়। যে কেউ বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে ট্রাইব্যুনাল এর ওয়েবসাইটে ভিজিট করে রায় এর কপি পেতে পারেন। ওয়েবসাইট লিংক www.ict.-bd.org।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর সকল রায় নেদারল্যান্ডস এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এর Legal Tools Database ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়।

আর্কাইভ স্থাপন

'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০' ও 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২' উভয়টির ২৮(২) বিধিতে ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Preservation and Archiving) এর কথা বলা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি, রায়ের কপি ও মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসমূহ এখন ঐতিহাসিক দলিল এবং রাষ্ট্রের অন্যতম স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

১৪. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972) - দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। তাছাড়া, আরও ১৫ জন নির্বাচিত বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলের সদস্য। বিজ্ঞ আইনজীবীগণের পেশাগত সনদ প্রদান, তাদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, পেশাগত শিষ্টাচার ও আচরণ নির্ধারণ এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত কার্যাবলি নিম্নে দেওয়া হলঃ

১। অধস্তন আদালতের আইনজীবী সনদ প্রদান সংক্রান্ত MCQ পরীক্ষায় ৮৭৬৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় এবং ১৩৯৪ জন (এক হাজার তিনশত চুরানব্বই) জন আইনজীবীকে হাইকোর্ট বিভাগে আইন পেশা পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়।

২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত মোট মামলা সংখ্যা ৭৬ (ছিয়াত্তর)টির মধ্যে ১৩ (তের)টি মামলা নিষ্পত্তি হয়।

৩। ২০২১ সালের নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সরকারি অর্থায়নে ১৫ (পনের) তলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিলের ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান।

৫। সাম্প্রতিক করোনার ভয়াবহতায় সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে ১(এক) কোটি টাকা অনুদান এবং আইনজীবীদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান দেয়া হয়।

৬। বাংলাদেশের সকল আইনজীবী সমিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি গঠন এবং বাংলাদেশ কাউন্সিলে বিজ্ঞ আইনজীবীগণ করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের সহযোগিতা করার জন্য একটি করোনা মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।

১৫. অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের কার্যাবলি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া তারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। বিগত সালের কতিপয় যুদ্ধাপরাধীর মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তর্কিত করে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে আইন কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কতিপয় চাঞ্চল্যকর ফৌজদারি মামলা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তি হয় এবং আইন কর্মকর্তাগণ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা করেন এবং আদালতে বিচার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন। শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত, ভয়ংকর অপরাধ সংক্রান্ত (আন্তর্জাতিক অপরাধসহ) মামলার তদন্ত, অপরাধী বিনিময় চুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান, সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগদানসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে মহামারি কোভিড-১৯ এর দরুণ সারাদেশের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মতো উচ্চ আদালতের কার্যক্রমও বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত “আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০ (অধ্যাদেশ নং-১/২০২০)” (যা পরবর্তীতে আইন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়) অনুযায়ী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি কয়েকটি ভার্চুয়াল আদালত গঠন করেন এবং আইন কর্মকর্তাগণ উক্ত আদালতসমূহে শুনানি কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করেন। আইন কর্মকর্তাগণ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চাহিদা মোতাবেক মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।